বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২২-২৩

উপজেলা পরিষদ, সদর, মানিকগঞ্জ।

উপদেষ্টা

জনাব জাহিদ মালেক এমপি.
মাননীয় মন্ত্রী
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
সার্বিক সহযোগিতায়

জনাব মোঃ ইসরাফিল হোসেন

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সদর, মানিকগঞ্জ।

জনাব আব্দুল লতিফ তাতা

ভাইস চেয়ারম্যান, সদর মানিকগঞ্জ।

সার্বিক তত্বাবধানে

জ্যোতিশ্বর পাল

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, মানিকগঞ্জ।

সম্পাদনায়

মোহাম্মদ মশিউর রহমান

উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর

সদর, মানিকগঞ্জ।

কারিগরী সহায়তায়

পরিকল্পনা প্রনয়ন বিষয়ক কারীগরী দল (টিজিপি) উপজেলা পরিষদ, সদর, মানিকগঞ্জ।

অর্থ,বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, উপজেলা পরিষদ, সদর, মানিকগঞ্জ।

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।

প্রকাশকাল জুন ২০২২

সূচী পত্র

প্রথম অধ্যায় - প্রাথমিক তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
০২.	উপজেলা পরিচিতি ও মানচিত্র	০৩
০৩.	মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত	৪-৯
০৪.	উপজেলা পরিষদের খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন	১০-১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়- বিভাগ ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য

৫.১ উপজেলা কৃষি	১৪
৫.২ উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ	১৫-১৬
৫.৩ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা	১৭
৫.৪ উপজেলা শিক্ষা	১৮-১৯
৫.৫ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা	২০
৫.৬ উপজেলা প্রাণিসম্পদ	২১
৫.৭ উপজেলা মৎস্য	২২
৫.৮ উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	২৩
৫.৯ উপজেলা সমাজসেবা	২৩-২৪
৫.১০ উপজেলা যুব উন্নয়ন	২৫
৫.১১ উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক	২৬
৫.১২ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন	২৭
৫.১৩ উপজেলা সমবায়	২৮

৬. উপজেলার বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম	২৮-২৯
৭. ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্পের সার সংক্ষেপ	৩০-৩৬
৮. রুপকল্প	৩৭
০৯. বার্ষিক পকিল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক	৩৭-৪০
১০. পরিবিক্ষণ ও মুল্যায়ন	৪০

১. মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা পরিচিতিঃ-

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা মানিকগঞ্জ জেলার প্রায় মধ্য দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এ উপজেলার উত্তরে সাটুরিয়া, পূর্বে সিংগাইর এবং ঢাকা জেলার ধামরাই , দক্ষিনে হরিরামপুর এবং ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ এবং পশ্চিমে ঘিওর উপজেলা দ্বারা বেষ্টিত। এ উপজেলা প্রায় ২৩●৪২' ও ২৩●৫৬' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯●৫৭' ও ৯০●০৮' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। রাজধানী থেকে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দুরত্ব প্রায় ৬১ কিঃমিঃ। উপজেলার মোট আয়তন প্রায় ২১৫ বর্গ কিঃমিঃ , তম্মধ্যে মানচিত্রায়িত পুকুর,জলাশয় এবং নদী যথাক্রমে ০.০৬ , ০.২৪ এবং ৭.৫৬ বর্গ কিঃমিঃ।

২. উপজেলা মানচিত্র

৩. মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার আর্থ সামাজিক তথ্য উপাত্ত

ছকঃ ০১ উপজেলা তথ্য উপাত্ত চিত্রায়ন

তথ্যের শ্রেণী	বিবরণ	একক	পরিমান	তথ্যসুত্র
প্রশাসনিক	আয়তন	কি.মি	২১৫ কি.মি	
	থানা	সংখ্যা	০১	
	হাইওয়ে থানা	সংখ্যা	০০	
	নৌ থানা	সংখ্যা	০০	
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	১০	
	গ্রাম	সংখ্যা	৩১৫	
	মৌজা	সংখ্যা	২৬২	
	মোট খানা	সংখ্যা	৯১০১৯	
	জেলা সদর হতে দুরত্ব	কি.মি	০১ কি.মি	
	উপজেলা ঘোষনার সন	সন	১৯৮৪	
জনসংখাতাত্বিক তথ্য	জনসংখ্যা	সংখ্যা	৩৬৪৪২৫	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস
	পুরষ	সংখ্যা	১৮২৩০১	
	নারী	সংখ্যা	১৮২১২৪	
	জনসংখ্যা বৃদ্ধিও হার	শতকরা	১.৩৯%	
	জনসংখ্যার ঘনত্বের হার	শতকরা	১১০৫	
	মুসলিম	সংখ্যা	৩১৮২১৭	
	হিন্দু	সংখ্যা	৪৬০৯৫	
	খ্রিষ্টান	সংখ্যা	১০৬	
	অন্যান্য	সংখ্যা	০৭	
	মোট ভোটার	সংখ্যা	২৪৩৯৫৭	
গুরুত্বপূর্ন অবকাঠামো	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	১২০	উপজেলা শিক্ষা
	নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	১০	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	৩৪	
	স্কুল এন্ড কলেজ	সংখ্যা	০৩	
	কলেজ	সংখ্যা	১০	

	দাখিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	৩	
	আলিম মাদ্রাসা	সংখ্যা	১	
	কামিল মাদ্রাসা	সংখ্যা	১	
	বি.এম কলেজ	সংখ্যা	২	
	কারিগরি স্কুল এন্ড কলেজ		১	
	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	সংখ্যা	০০	উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ
	ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র	সংখ্যা	০৫	
	ইউনিয়ন পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র	সংখ্যা	০৮	
	মা ও শিশু কল্যাণ	সংখ্যা	০১	
	কমিউনিটি ক্লিনিক	সংখ্যা	২৮	
	হাট বাজার	সংখ্যা	২৮	
	গোথ সেন্টার	সংখ্যা	০২	
	ফায়ার সার্ভিস	সংখ্যা	০১	
	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	সংখ্যা	১০	সহকারী কমিশনার ভূমি
	টেলিফোন/ টেলিগ্রাম অফিস	সংখ্যা	০১	
	ডাকঘর	সংখ্যা	০৩	
	ডাক বাংলা	সংখ্যা	০০	
	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স	সংখ্যা	০০	
	ব্যংকের শাখা	সংখ্যা	২০	
	আশ্রয়ন/ আবাসন	সংখ্যা	০২	
	পাকা সড়ক	কি.মি.	১০৬	
	কাঁচা সড়ক	কি.মি.	৪৯৯	
	ব্রিজ ও কালভার্ট	সংখ্যা	২৮৯	
	এইচবিবি সড়ক	কি. মি.	৬০	
	আঞ্চলিক মহাসড়ক	কি. মি.	২২	
	মহাসড়ক	কি. মি.	১৮	
	খাদ্য গুদাম	সংখ্যা	০২	
প্রাকৃতিক সম্পদ	নদী	সংখ্যা	০২	
	খাল	সংখ্যা	১৫	

	জলাশয়	হেক্টর	৪০	
	বনভূমি	সংখ্যা	১৮ শতাংশ	
	পুকুর সংখ্যা	সংখ্যা	২০৮০	
শিক্ষা সর্ম্পকিত তথ্য	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাথী	সংখ্যা	৩৪৭৪৭	উপজেলা শিক্ষা বিভাগ
	বিদ্যালয় গমোনোপযোগী শিশু	সংখ্যা	৩৪৭৪৭	
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক	সংখ্যা	৮১৬	
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাথী অনুপাত	শতকরা	১:৪০	
	ভর্তির হার	বিদ্যালয় গমোনোপযোগী শিশু	৯৯.৯৭	
	প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া হার	ভর্তি হার	২.৯৭%	
	উপজেলার গড় উপস্থিতি	ঝরেপড়া হার	৯২%	
	মোট শিক্ষক		১১০০	মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ
	মোট শিক্ষার্থী		৩৯৬৩৭	
	বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ (গত বছরে ২০১৯)		৩৯০৭৯০	
	কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন		০৪ টি	
	শেখ রাসেল ল্যাব স্থাপন		০৪ টি	
	মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম (মাধ্যমিক)		১৬ টি	
	মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম (কলেজ)		১০ টি	
	জেএসসি পরীক্ষার পাশের হার (২০১৯ সাল)		৮০.৪৩%	
	জেডিসি পরীক্ষার পাশের হার (২০১৯ সাল)		৯০.৪২%	
	এসএসসি পরীক্ষার পাশের হার (২০১৯ সাল)		৯০.৬৭%	
	দাখিল পরীক্ষার পাশের হার (২০১৯ সাল)		৯৫.০৪%	
	এইচএসসি পরীক্ষার পাশের হার (২০১৯ সাল)		৯১.৯৫%	

	মোট শিক্ষাথী		৩৯৬৩৭	
	মোট শিক্ষার্থী		৭৪.৬৭%	
স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	৫ বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যু হার হ্রাস	প্রতি লক্ষে		স্বাস্থ্য ও প.প.প বিভাগ
	নবজাতকের মৃত্যু হার হ্রাস	প্রতি হজারে	৫১	
	মাতৃ মৃত্যু অনুপাত	প্রতি হজারে	১.৬০	
	মোট প্রজনন হার (টিএফআর)	প্রতি শতকে	২.০০	
	পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার	প্রতি শতকে	৭৭.২৬	
	চাহিদার হার	প্রতি হাজারে	১৭.৬	
	গর্ভবতী সেবা গ্রহন	প্রতি শতকে	৭৮%	
	সক্ষম দম্পতি	সংখ্যা	৬৬৬৯৯	
	স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহন	প্রতি শতকে	৭৭%	
	অস্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রন পদ্দতি গ্রহন	সংখ্যা	৩২১৫৮	
জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	নিরাপদ পানি পানকারী শতকরা হার		৯৭%	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ
	স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা		৯৯%	
	অস্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা (খানা)		১%	
	মোট নলকূপের সংখ্যা (৬নং অগভীর+গভীর) (সরকারী)		২৪৭	
কৃষি বিষয়ক তথ্য	কৃষক পরিবার	সংখ্যা	৪৫৪১৪	উপজেলা কৃষি অফিস
	মোট আবাদী জমির পরিমান	হেক্টর	১৯৩৪৩	
	তিন ফসলী জমির পরিমান	হেক্টর	৬৩৯৩	
	দুই ফসলি জমির পরিমান	হেক্টর	১১৮৫০	
	এক ফসলি জমির পরিমান	হেক্টর	১১০০	
প্রাণিসম্পদ	গরু	সংখ্যা	৮০২৫৩	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
	মহিষ	সংখ্যা	৭৪	
	ঘোড়া	সংখ্যা	-	
	ছাগল	সংখ্যা	৩০৩৭২	
	ভেড়া	সংখ্যা	৫৪৩৪	

	মোরগ-মুরগি	সংখ্যা	৯০২০০০	
	হাঁস	সংখ্যা	৩৫৭২৪	
	কবুতর	সংখ্যা	২৮৬৭২	

খামারে তথ্য

	দুগ্ধ খামার	সংখ্যা	৪৮০	
	গরু মোটা তাজাকরণ খামার	সংখ্যা	১২৫০	
	ছাগলের খামার	সংখ্যা	৮৬৭	
	ভেড়ার খামার	সংখ্যা	২	
	লেয়ার খামার	সংখ্যা	৪৯	
	ব্রয়লার খামার	সংখ্যা	১৬৭	
	হাঁসের খামার (ক্ষুদ্র)	সংখ্যা	১০	
মৎস্য সংক্রান্ত তথ্য	মৎস্য চাষী	সংখ্যা	১৩০৫	উপজেলা মৎস্য অফিস
	মৎস্যজীবি	সংখ্যা	১৩২০	
	মৎস্যজীবি সমিতি	সংখ্যা	০৩	
	মৎস্য আড়ৎ	সংখ্যা	০৪	
	আইডি কার্ডধারী মৎস্যজীবি	সংখ্যা	১৬২০	
	পোনা ব্যাবসায়ি	সংখ্যা	২৫	
	পুকুরের সংখ্যা	সংখ্যা	২০৮০	
সামাজিক নিরাপত্ত বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচী	বয়স্ক ভাতা	সংখ্যা	৭৬০৫	উপজেলা সমাজসেবা কার্যলয়
	বিধবা ও স্বামী নিগ্রহীতা দুঃস্থ মহিলা ভাতা	সংখ্যা	২৩৭০	
	অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতা	সংখ্যা	৩৫৮৭	
	অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভাতা	সংখ্যা	১৫	
	অনগ্রসর জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা উপবৃত্তি	সংখ্যা	২১	
	প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদেও জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	সংখ্যা	২৩৬	
	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা	সংখ্যা	০০	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়
	ভিজিডি কর্মসূচী	সংখ্যা	১৭৪৪	
	টিসিবি পন্য সুবিধাভোগী	সংখ্যা		
সরকারী ক্ষুদ্র ঋন সংক্রান্ত	মোট সমবায় সমিতি	সংখ্যা	৪৪০	সঞ্চয় এর পরিমান ২,৩০,৮৫,৮৬৫/-

	বিভাগ/ দপ্তর	ভাতা ভোগীর সংখ্যা		
	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	১০৫২৯	৮৩.৬৫	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
	উপজেলা সমাজ সেবা	১৩৪৫	২,৮৯,৪০,৭৪৫/-	
	উপজেলা সমবায় সমিতি	৪৪০	সঞ্চয় এর পরিমান	উপজেলা সমবায়
	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক		২,৩০,৮৫,৮৬৫/- ১৩৩৬২	২৯,৬২,২৭,৪৮৫/-
	দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন		১১৬৭	১,৬৫,০৬,১০০/-
	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়	২৪২	৩,২০,৪০০/-	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়
	যুব উন্নয়ন	টাকা	৪,৪৩ কোটি	যুব উন্নয়ন কার্য়ালয়
বেসরকারী সংস্থা, ক্লাব	এনজিও	সংখ্যা	১৭	সমাজসেবা কার্যালয়
	যুব ক্লাব	সংখ্যা	৩২	যুব উন্নয়ন কার্যালয়
	কিশোর কিশোরী ক্লাব	সংখ্যা	১১	মহিলা বিষয়ক কার্য়ালয়
	সমাজ কলাণমূলক সংগঠন/ স্েচ্ছাসেবী সংস্থা	সংখ্যা	১৪৮	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
	এতিম খানা	সংখ্যা	০২	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়

৪. বিভাগ ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

খাত/ সেক্টর	সমস্য সমুহের বিবরণ				সাম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	০১ (এক) বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যে সমস্ত কার্পক্রম নেওয়া যেতে পারে।
	সমস্যার ধরন	অবস্থান	পরিমান/ বিস্তৃতি	কারন			
	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের সেবা গ্রহণে অনাগ্রহ	ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩ (তিন) হাজার	ক. দক্ষ কর্মকর্তার অভাব। ২. সেবা প্রদান সামগ্রী ও আসবাব পত্রের অভাব। ৩. সেবা কেন্দ্রে যাওয়ার চলাচলের পথ যানবহনের অপ্রতুলতা। জনগনের সেবা সর্ম্পকে অজ্ঞতা	কাযক্রম চলমান নেই।	শিশু ও মাত বেড়ে যাবে।	ক. কর্মরত স্টাফদের স্কিলআপ প্রশিক্ষণ প্রদান। খ. চিকিৎসা সহায়ক আসবাব পত্র ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ। ৩. যাতায়াতের রাস্তার উন্নয়ন করা। ৪. জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধিও জন্য ক্যাম্পেইন করা।
স্বাস্থ্য/পরিবার পরিকল্পনা খাত	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আগত রোগীগণ মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১০ হাজার রোগী	১। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র,চিকিৎসা সরঞ্জামাদি নাই। ৩। জনবল নাই	কাযক্রম নেই	কেন্দ্রে আগত ১০ হাজার রোগী স্বাস্থ্য সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রগুলোতে জেনারেটর প্রদান করা যেতে পারে। ২। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক আসবাবপত্র,চিকিৎসা সরঞ্জামাদি (যেমন:বেড,নেবুলাইজার মেশিন,গ্লুকোমিটার,বিপি মেশিনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ৩। জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আগত রোগীগণ নিরাপত্তা হীনতার সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	১০ হাজার রোগী	১। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে বাউন্ডারী নেই থাকলেও ভাঙ্গা অবস্থায় আছে। ২। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আনসার/সিকিউরিটি গার্ড নেই।	১। চলমান ২। কাযক্রম নেই	১।সমাধান হতে পারে ২। কেন্দ্রে আগত ১০ হাজার রোগী নিরাপত্তা হীনতায় ভোগবে।	১। এইচইডি এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বাউন্ডারী নির্মানের চাহিদা প্রদান করা যেতে পারে। ২। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আনসার/সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগের জন্য উর্ধত্বন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১. পানিতে আর্সেনিক ও আয়রনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় পানিবাহিত রোগের ঝুকি বাড়ছে।	উপজেলা সকল ইউনিয়ন	০ (মানুষ)	১. ভূভাগের পানি অতিমাত্রায় উত্তোলনের ফলে ভূভাগের পানির স্তর নেমে যাচ্ছে এবং নিরাপদ পানি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ছে।	কাযক্রম চলমান নেই।	পানিবাহিত রোগে বৃদ্ধি পাবে। ক্যান্সারসহ আলসার ও ব্লাড প্রেসার প্রভৃতি রোগ বৃদ্ধি পাবে।	১, ভুউপরিভাগের পানির ব্যবহার বৃদ্ধি। ২.বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য জলাধার নির্মাণ। ৩.গভীর নলকুপ স্থাপন ও পানি অপচয়রোধ করা।
মাধ্যমিক শিক্ষা	**উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপিস্থতির ৭০% হার আসানুরূপ নয়।**	**সমগ্র উপজেলার ৪৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ০৫টি মাদ্রাসা**	**২৫০০০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী**	**১। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে।** **২। বিদ্যালয়সমূহে জরাজীর্ণ দূর্বল অবকাঠামো, শ্রেণীকক্ষ সংকট।** **৩। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই।** **৪। বিদ্যালসমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির অভাব**	**মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ৫ টি বিদ্যালয়ে ৪ তলা ভবন নির্শাণের কাজ চলমান আছে।**	**৪৭টি মাদ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৫টি মাদ্রাসায় দুর্বল অবকাঠামো । শ্রেণীকক্ষ সংকট, স্যানিটেশন সমস্যা, আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সংকট আছে।**	**১। ২২টি মাদ্যমিক বিদ্যালয়ে ও মাদ্রাসায় অবকাঠামো উন্নয়ন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা যেতে পারে।** **২। ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে বেঞ্চ, ও ১টি কলেজে আসবাবপত্র প্রদান করা যেতে পারে।** **৩। ৬টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাতে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা যেতে পারে।** **৪। ৫০ জন দারিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীর মাঝে সাইকেল প্রদান করা যেতে পারে।**
মাধ্যমিক	**নিম্ন মাধ্যমিক ও**	**অত্র উপজেলার**	**৫৪০ জন শিক্ষক**	**১। ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান,**	**কার্যক্রম নেই**	**১৫০ জন কর্মচারীর**	**১। ৪৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও**

শিক্ষা	**মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী ও গণিত) বিষয়ে ধারণা কম।**	**৪৭টি বিদ্যালয়, ০৫ মাদ্রাসা, ৮টি কলেজ**	**ও ১৫০ জন কর্মচারী**	**এবং আইসিটির বিষয়ে শিক্ষকগণ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না বিধায় তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। ২। কর্মচারীরা নথি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ পান না বিধায় তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। ২। কর্মচারীরা নথি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণ পান না।**		**নথি ব্যবস্থাপনা ও আইসিটির উপর ধারণা কম ।**	**মাদ্রাসার ইংরেজী শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।**
প্রাথমিক শিক্ষা	১. শিক্ষার্থীদের সরাসরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ উপস্থিতি না থাকা।	দুর্গম ও চরভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ	১০% শিক্ষার্থী	১. উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এর অভাব ২. নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থার অভাব। ৩. পরিবহন ও পথচারী দের জ্ঞানের অভাব। ৪. উন্নত পরিবহন না থাকা। ১.শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনাটন	কার্যক্রম নেই	১. প্রতিদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি হওয়ার প্রতি অনীহা অব্যহত থাকবে। ২. শিক্ষার অধিকার থেকে শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে	১. চরাঞ্চলে সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করে ২. লিংক রোড নির্মাণ করা ৩, হাইওয়ে সংলগ্ন বিদ্যালয়সমূহে স্পীড ব্রেকার নির্মাণ করা। চালক এবং পথচারীদের সড়ক আইনের উপর সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
সমাজসেবা	প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মানিকগঞ্জ সদর।	৩০%	অনেক সময় ডাক্তারদের পাওয়া যায় না।	কার্যক্রম নেই	২৫% থাকবে	প্রতি সপ্তাহের একদিন রেজিস্টার্ড ডাক্তার উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে অবস্থান করে জরিপ কাজ সম্পন্ন করবেন।
যোগাযোগ	১. যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত নয়। কাঁচা রাস্তার পরিমান বেশী ২, জনবল স্বল্পতা	সদর উপজেলা	৭০ % এলাকা	১.বন্যায় প্রতিবছর কাঁচা ও পাকা সড়ক ক্ষতি গ্রস্থ্য হয়। ২.বালিযুক্ত মাটি হওয়ায় সগক ক্ষতিহস্থ্য হয়। ৩, পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ না না থাকা। ৪, স্থানীয় জনগনের সড়কের রক্ষনা বেক্ষনের সচেতনতার অভাব।	চর এলাকায় মাটির রাস্তা নির্মাণ কায়ক্রম চলমান আছে। ৬ টি পাকা করনের কার্যক্রম চলমান আছে।	জনভোগান্তি হ্রাস পাবে।	বাজেট বরাদ্ধ বৃদ্ধি ও উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে জনবল বৃদ্ধি করা।

DO NOT COPY

পল্লী উন্নয়ন	গ্রীল ও বাউন্ডারী প্রাচীর	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা কমপ্লেক্স, সদর, মানিকগঞ্জ।	-	১। অফিসটি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বিধায় বাহিরের মানুষ বেশি আনাগোনা করে। ২। মাঠে খালি জায়গা থাকায় বাহিরের গাড়ী পার্ক করা হয়।	-	অর্থনৈতিক এবং প্রশাশনিক কারণে জনবল সমস্যা হতে পারে।	১। অফিস ভবনের বারান্দার চারপাশে গ্রীল নির্মান করা যেতে পারে। ২। বিআরডিবি সদর দপ্তরের ভবন মেরামত খাত থেকে বাউন্ডারী প্রাচীর নির্মাণ করা যেতে পারে।
কৃষি বিভাগ	কৃষক উৎপাদিত পন্যোর ন্যায্যেমূল্যে থেকে বঞ্চিত।	মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা	৩৫০০ কৃষক	১. গুমাদ সল্পতার কারনে উৎপাদিত পন্য সংরক্ষণ করতে পারেনা। ২. সবজি সংরক্ষনাগার নাথাকা ৩. মধ্যেসত্ত্বভোগীর দৌরাত্ব।	কাযক্রম চলমান নেই	কৃষি উৎপাদন কমে যাবে	১.প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুদাম নির্মাণ ২. সবজি সংরক্ষনাগার নির্মাণ ৩.সমবায় মার্কেট নির্মাণ
যুব উন্নয়	প্রশিক্ষণ পরিচালনায় নির্দিষ্ট কোনো ভেন্যু না থাকা, কম্পিউটার না থাকা।	মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা	১৫০ জন	উপজেলা পর্যায়ে নির্দিষ্ট কোনো ভেন্যু না থাকা এবং কম্পিউটার না থাকা।	কার্যক্রম নেই।	১ বছর পরে ১৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। ৫ বছরে ৭৫০ জন যুব সেবা থেকে বঞ্চিত হবে।	উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রদান করা যেতে পারে।
সমবায়	ঋন প্রদানের ক্ষেত্রে নিবন্ধন ছাড়া কার্যক্রম পরিচালনা	সদর উপজেলা	কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি	১.অনিবন্ধিত সংস্থার নাম দিয়ে ঋন প্রদান ২ ঋন গ্রহীতা অতি সহজে অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে সহজে ঋন গ্রহন করতে পারে। ৩.গোপনে ঋন কার্যক্রম পরিচালনা	কার্যক্রম নেই	সাধারণ জনগন ক্ষতিগ্রস্থ্য	১, অনিবন্ধিত সংস্থার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থ্অ নেওয়া। ২.ব্যক্তি পর্যায়ে ঋন কার্যক্রম প্রতিরোধে আইনী ব্যবস্থ্অ গ্রহন। ৩.জনসাধারণকে সচেতন করা।

DO NOT COPY

DO NOT COPY

বিভাগ ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য

উপজেলা কৃষি কার্যালয়

ভূমিকা/ প্রেক্ষিক আলোচনা:

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা মানিকগঞ্জ জেলার প্রায় মধ্য দক্ষিণাংশে অবস্থিত । এ উপজেলার উওরে সাটুরিয়া, পূর্বে সিংগাইর এবং ঢাকা জেলার ধামরাই , দক্ষিনে হরিরামপুর এবং ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ এবং পশ্চিমে ঘিওর উপজেলা দ্বারা বেষ্টিত । এ উপজেলা প্রায় ২৩০৪২' ও ২৩০৫৬' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯০৫৭' ও ৯০০০৮' পূর্ব দ্রাঘ্রিমাংশের মধ্যে অবস্থিত । রাজধানী থেকে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার দুরত্ব প্রায় ৬১ কিঃমিঃ । উপজেলার মোট আয়তন প্রায় ২১৫ বর্গ কিঃমিঃ , তম্মধ্যে মানচিত্রায়িত পুকুর,জলাশয় এবং নদী যথাক্রমে ০.০৬ , ০.২৪ এবং ৭.৫৬ বর্গ কিঃমিঃ ।

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুয়াযী মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৩,০৩,৩২৯ জন । এ উপজেলায় প্রতি বর্গ কিঃ মিটারে ১১০৫ জন লোক বসবাস করে এবং গড়ে মাথপিছু ভূমির পরিমান প্রায় ০.০৯ হেঃ মাত্র । এ উপজেলার যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত । উপজেলা সদরের সাথে রাজধানী ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী সাটুরিয়া , ধামরাই,সিংগাইর ও ঘিওর উপজেলার সদরের পাকা সড়ক পথ যোগাযোগ রয়েছে । উপজেলার মধ্য পূর্বাংশে ধলেশ্বরী এবং মধ্য দক্ষিণ অংশে কালী গঙ্গা নদী প্রবাহিত। কালীগঙ্গা নদী সারা বছর নৌকা চলাচলের জন্য নাব্য থাকে । উপজেলা সদরের সাথে গড়পাড়া, জাগীর, দিঘী, নবগ্রাম ও বেতিলামিতরা ইউনিয়নের সারা বছর গাড়ী চলাচলের উপযোগী আধাপাকা বা পাকা সড়ক যোগাযোগ রয়েছে । এ উপজেলার উপর দিয়ে চলে গেছে ঢাকা আরিচা হাইওয়ে যা উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের সাথে রাজধানীর প্রধান সড়ক যোগাযোগ মাধ্যম ।

এই উপজেলার প্রধান ফসল ধান, সরিষা, ভূট্টা, গম ও শাকসব্জী । গ্রীষ্মকালে প্রচুর সব্জী মানিকগঞ্জ সদর হতে ঢাকা কাওরান বাজারে বিক্রয় হয় । এছাড়া অর্থকরী ফসল হিসেবে চিবিয়ে খাওয়ার আখ কাওরান বাজারের বিরাট অংশ জুড়ে থাকে । অন্যদিকে ভূট্টা আবাদের বিরাট সুযোগ রয়েছে। বোরো চাষের ক্ষেত্রে সঠিক বয়সের চারা উৎপাদন ও রোপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে । এখানকার অধিকাংশ লোকের প্রধান পেশা কৃষি । চলতি রবি মৌসুমে (২০২১-২২) অত্র উপজেলায় সরিষা, গম ও ধানের ফলন বৃর্দ্ধির জন্য একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

মিশন:টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিকেন্দ্রীকৃত, এলাকানির্ভর চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সকল শ্রেণির কৃষক কে প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ'।

ভিশন: ফসলের টেকসই ও লাভজনক উৎপাদন'।

সংক্ষিপ্ত দপ্তর পরিচিতি:

দপ্তরের নামঃ উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ

DO NOT COPY

অধিদপ্তরের নামঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা
মন্ত্রনালয়ের নামঃ কৃষি মন্ত্রনালয়
দপ্তর প্রধানঃ উপজেলা কৃষি অফিসার
ব্লকঃ 31 wU
চ্যালঞ্জ সমুহ:

ক্রমিক নং	সমস্যার ধরণ	সুপারিশ	মন্তব্য
01	জলাবদ্ধতা	জলাবদ্ধ এলাকায় ড্রেন, কালভার্ট নির্মন করা	
02	ইটভাটা প্রতিষ্ঠা	ফসলি জমিতে ইট ভাটার ছাড়পত্র না দেওয়া	
03	বন্যা	বন্যা সহিষ্ণু জাত চাষাবাদ, কালভার্ট নির্মন করা	

উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ

ভূমিকাঃজনগণের স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে বিগত ৩ বৎসরে স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক উন্নতি এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নবজাতকের মৃত্যু হার হ্রাস পেয়ে ২০১৮ (এসভিআরএসএস-২০১৮) সালে প্রতি হাজারে ১৬ এ দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৪ সালে ছিল ২১। মাতৃ মৃত্যু হ্রাস পেয়ে বর্তমানে প্রতি লক্ষ্যে জীবিত জন্মে ১৬৯ (এসভিআরএস-২০১৭) -এ দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৪ সালে ছিল ১৯৩। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা এবং এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব রয়েছে। গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকল্পে কমিউনিটি ক্লিনিক যথাযথ জনবল ও পর্যাপ্ত ঔষধ দিয়ে কার্যকর ভাবে চালু রয়েছে, যা গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়নে ভিটামিন-এ পরিপূরক গ্রহীতার হার ১০০ ভাগে উন্নীতকরণ, সকলের জন্য বিশেষত সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে চালুকৃত স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় রোগীর সংখ্যা ও আর্থিক সহায়তার পরিমান বৃদ্ধি,টেলিমেডিসিন এবং ই- হেল্‌থ সার্ভিস সম্প্রসারণ, কার্যকর রেফারেল পদ্ধতি চালু করা এবং স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন।

রূপকল্প (**vision**):

- সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত চিকিৎসা সেবা।

অভিলক্ষ্য (**Mission**):

- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

DO NOT COPY

চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

সীমিত সম্পদ ও দক্ষ মানব সম্পদের স্বল্পতা, অপ্রতুল সরঞ্জামাদি ও দুর্বল অবকাঠামো , বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান / ব্যবস্থাপনার উপর সরকারের সীমিত নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ব্যয়ের সিংহভাগ (প্রায় ৬৭%) সেবা গ্রহণ নিজের বহন করে,অসংক্রামক ব্যাধির দ্রুত বিস্তার লাভ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিপরীতে চিকিৎসক ও চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধির অসমানুপাতিক হার।

অফিসের কার্যক্রম ঃ-

মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তরের নীতিমালা অনুসারে এই অফিসের মাধ্যমে নিম্নে লিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
(ক) জনস্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক ঃ-

- মাধ্যম:
    - উপজেলা পর্যায়ের জনসাধারনের বাড়ি
    - স্যাটেলাইট স্বাস্থ্য কেন্দ্র
    - কমিউনিটি ক্লিনিক
    - ইউনিয়ন সাব সেন্টার
    - উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস।
- ইপিআই অত্যাবশ্যক সার্ভিস প্যাকেজের অধীনে স্বাস্থ্য সেবা মাধ্যমে রোগপ্রতিরোধ ও সাধারন পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবাকে জনগনের দারপ্রান্তে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে নিম্নরুপ সেবা প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য সেবা যেমন,

ক)গর্ভকালীন
খ)প্রসবকালীন
গ) প্রসব পরবর্তী সেবা
ঘ)নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবা
ঙ)আইএমসিআই এর মাধ্যমে সাধারণ শিশু রোগ সমূহের চিকিৎসাসেবা
চ) ইপিআই কায্যক্রমের মাধ্যমে ৮টি রোগের টিকা প্রদান

DO NOT COPY

ছ)বয়ঃসন্ধিকালীন পুষ্টি মানসিক,যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ঝুকিপূর্ণ আচারন হতে বিরত করন ।
জ)ভিটামিন এ ও কৃমিনাশক ঔষধ বিতরন ।

- পরিবার পরিকল্পনা
- পুষ্টি
- সংক্রামক রোগপ্রতিরোধ, যেমন
  - বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য শিক্ষা
  - মাস্ক পরিধানে সচেতনতা সৃষ্টি,
  - চিকিৎসা, আইসোলিশন, কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করণ
  - এয়াযাও অন্যান্য রোগ যেমন যক্ষ্মা, ডেঙ্গু, এইডস ইত্যাদির বিষয়ে সচেতনতা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা
  - আউট ব্রেক এবং এএফপি সনাক্তকরন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন
- অসক্রমন রোগ (NCD)
  - উচ্চরক্তচাপ চিকিৎসা ও প্রতিরোধ
  - ডায়াবেটিস চিকিৎসা ও প্রতিরোধ
  - ব্রেস্ট ও সারভাইকাল ক্যানস্যার স্ক্রিনিং
  - মানসিক স্বাস্থ্য
  - অন্যান্য যেমন এ্যাজমা সিওপিডি ইত্যাদির চিকিৎসা

খ) চিকিৎসা সেবা

মাধ্যম:

- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- সাব-সেন্টার
- কমিউনিটি ক্লিনিক

প্রদত্ত সেবা ঃ

- জরুরি চিকিৎসা সেবা, যেমন: হার্টের রোগ, সড়ক দূঘটনা
- ভিশন আই কেয়ারের মাধ্যমে চক্ষু রোগের চিকিৎসা
- দন্ত চিকিৎসা
- সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে অন্যান্য রোগের চিকিৎসা

DO NOT COPY

- ➢ প্রতিবন্ধী সনাক্ত করন
- ➢ বয়স্ক রোগীর চিকিৎসা
- ➢ বিনা মূল্যে ঔষধ সরবরাহ

গ) পরিসংখান ও রেকর্ড সংরক্ষন

ঘ) অফিস ও স্টাফ ব্যবস্থাপনা

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়

এ অঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর পরিকল্পিত পরিবার গঠন, বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ, শিশু ও মার্তৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়নের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণ ও দাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছোট পরিবার গঠন ও নিরাপদ প্রসব কার্যক্রম, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা বৃদ্ধি পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কোভিড-১৯ নিরসনে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবা গ্রহনের উদ্বুদ্ধকরণ, এসডিজি বাস্তবায়নে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সহ এ কার্যক্রম সফল করা সম্ভব হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ, মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস করা সম্ভব হবে এবং সুস্থ্যসবল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিশ্চিত করতে ব্যাপক অবদান রাখবে।

০১। **অফিস পরিচিতিঃ** প্রতিটি উপজেলায় একটি করে পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় রয়েছে। এটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আওতাধীন ও জেলা উপপরিচালক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

০২। উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের কার্যক্রমঃ

- ❑ মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের নীতিমালা মোতাবেক বিভাগীয় কার্যাবলী বাস্তবায়ন করা।
- ❑ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা।
- ❑ উপজেলা মাতৃ-শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।
- ❑ নিয়মিত ও বিশেষ স্থায়ী পদ্ধতির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- ❑ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র সমূহের পরিবার পরিকল্পনা, মা - শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মীদের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা।
- ❑ ইউনিয়ন কর্মীদের দ্বারাই ইউনিট/গ্রাম পর্যায়ে সক্ষম দম্পতি ও শিশু (০-৫বছর) সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবা প্রদানের জন্য স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠনের ব্যবস্থা করা।
- ❑ পরিবার কল্যাণ সহকারীদের বাড়ী পরিদর্শনের মাধ্যমে অস্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বিতরণসহ উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিদর্শনকরা।
- ❑ পরিবার পরিকল্পনা এবং মা-শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য কার্যক্রমে নিয়োজিত বেসরকারী সংস্থা সমূহের জন্ম নিয়ন্ত্রন কাজে সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করা।
- ❑ সরকারের নিয়মিত সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (ইপিআই) কার্যক্রমসহ বিশেষ বিশেষ দিনে (এনআইডি) টিকাদান বাস্তবায়নে সহযোগীতা করা।
- ❑ স্যাটেলাইট ক্লিনিকসহ সেবা কেন্দ্রে ডিডিএস কিট (ঔষধপত্র) এবং জন্ম নিয়ন্ত্রন সামগ্রীসহ বিভিন্ন উপকরণ সঠিকভাবে বিতরণ করা।

০৩. অফিসের জনবল কাঠামোঃ

অফিস প্রধানের পদবীঃ উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা।

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদানের জন্য রয়েছেন একজন সহকারী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (বর্তমানে শূন)। মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে রয়েছেন একজন মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), সহকারী পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা(বর্তমানে শূন্য) , এছাড়াও প্রাত্যহিক কার্যাদি সুষ্টভাবে সম্পাদনের জন্য সহায়ক হিসেবে রয়েছেন ০৩ (তিন) জন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা সহকারী , ০১(এক) জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এবং ০১ (এক) জন অফিস সহায়ক।

০৪। আওতাধীন অফিস ঃ

ক। মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রঃ ১ টি

খ। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ঃ ০৮ টি , উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ ০২ টি

DO NOT COPY

প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রে একজন উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, একজন পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, একজন আয়া জনগনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে নিয়োজিত। এছাড়া পরিবার পরিকল্পনা সেবা জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে সম্পূণ উপজেলা ৫৬ টি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে একজন করে পরিবার কল্যাণ সহকারী কাজ করছেন এবং তাঁদের সার্বক্ষণিক সুপারভিশনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে একজন করে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক রয়েছেন।

ভিশনঃ " ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট।

মিশনঃ

- **পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ১৯৭৫ এর ৭.৭% থেকে ২০২২ সালে ৭৭.২৬% এ উন্নতি হয়েছে এবং তা আরো বৃদ্ধি করা।**
- **মোট প্রজনন হার বা মহিলা প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার ১৯৭১ সালে ৬.৩ থেকে ২০২২ সালে ২.০০ এ হ্রাস পেয়েছে। এ অগ্রগতি ধরে রাখা।**
- **এক বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যুর হার (হাজারে) ১৯৭৫ সালে ১৫০ থেকে ২০০৭ সালে ৫১ তে হ্রাস পেয়েছে। অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।**
- **অপূর্ণ চাহিদার হার ১৯৯৩-৯৩ সালের ১৯ শতাংশ থেকে ২০০৭ সালে ১৭.৬ এ হ্রাস পেয়েছে এবং আরো হ্রাস করা।**
- **মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) ২০০১ সালে ৩.২ থেকে ২০১০ সালে ১.৮৪ এ হ্রাস পেয়েছে এবং আরো হ্রাস করে ২০২২ সালে ১.৬০ এ নিয়ে আসা।**

উপজেলা শিক্ষা বিভাগ

১.১ রূপকল্প (Vision) সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা।

১.২ অভিলক্ষ (Mission) প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমেসকলশিশুরজন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

১.৩কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

1) মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ;
2) সার্বজনীন ও বৈষম্যহীন টেকসই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ;
3) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

1) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

DO NOT COPY

১.৪ কার্যাবলি:(Functions)

1. প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
2. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন;
3. ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;
4. বিদ্যালয়ে সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণ;
5. স্বাস্থ্য সম্মত স্যাটিটেশন নিশ্চিতকরণ;

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে উপজেলা শিক্ষা অফিস, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। শিক্ষক: শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার্থী: শ্রেণি কক্ষের অনুপাত হ্রাসকরণের লক্ষ্যে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় নতুন শিক্ষকের পদসৃষ্টিসহ 06 জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক পুলও প্যানেল থেকে শিক্ষক নিয়োগে উপজেলার বিদ্যালয় সমূহে অনেক দিনের শিক্ষক সংকট সমস্যা দূর হয়েছে। উপজেলার 26টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ ২য় শ্রেণিতে উন্নীত করণসহ সহকারি শিক্ষকদের বেতনস্কেল একধাপ উন্নীত করা হয়েছে। শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। বাস্তব চাহিদার আলোকে প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি করে মোট 85টি দপ্তরি কাম প্রহরী পদ সৃজন করা হয়েছে। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নল কূপস্থাপন সহ ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামূল্যে নতুন বই বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ঝরে পড়ারোধসহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় ১০০% শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। PESP এর মাধ্যমে প্রতিটি সুবিধাভোগী পরিবারের হাতে স্বল্প সময়ে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়াও শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে। বিদ্যালয় ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকরণের 120টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১০ সাল হতে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্ণামেন্ট পরিচালিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা চালু হয়েছে। প্রশাসনিক কাজে গতি শিলিতা আনয়নে জেলা এবং উপজেলায় ই-ফাইলিং চালু হয়েছে। শিক্ষক দের পর্যায়ক্রমে আইসিটি প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং ৯০টি বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া দেয়া হয়েছে যা দিয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণি কক্ষে পাঠদান করা হচ্ছে। শিক্ষকদের পেনশন সহজীকরণ করা হয়েছে। দপ্তরও বিদ্যালয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন হচ্ছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ:

উপজেলা শিক্ষা অফিস, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ এর প্রধান প্রধান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহ হচ্ছে মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং ঝরে পড়া হ্রাসকরণ ও শিখন ঘাটতি হ্রাসকরণ। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। শিক্ষক নিয়োগ, ভবন/শ্রেণি কক্ষ নিমার্ণ ও সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শ্রেণিকক্ষ-শিক্ষার্থীর কাঙ্গিত অনুপাত অর্জন নিশ্চিত করা। দরিদ্র ও অস্বচ্ছল অভিভাবগণকে তাঁদের শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রেরণে উদ্‌বুদ্ধকরা। এছাড়াও কার্যকর পরিদর্শনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন, নদী ভাঙ্গনে স্কুল বিলীন, বন্যায় বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া, দূর্গম বিদ্যালয়ের সংখ্যাধিক্য, নদী ও বালু পথে যাতায়াত, বাল্য বিবাহ, শিশু শ্রম,শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ, নতুন ভবন/শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ ও সংস্কারের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শ্রেণি কক্ষ-শিক্ষার্থীর কাঙ্খিত অনুপাত অর্জন নিশ্চিত করা।

DO NOT COPY

ভবিষ্যৎপরিকল্পনা:

ঈড়ারফ-১৯ জবংঢ়ড়হংব ধহফ জবপড়াবৎু চষধহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংকট কালীন সময়ে রিমোট লার্নিংর প্লাটফর্মের মাধ্যমে ব্লেন্ডিং পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা হবে। সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদসৃষ্টি এবং প্রতিটি ক্লাস্টারে একজন করে শারীরিক ও সংগীত শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। ঈরারষ জবমরংঃৎধঃরড়হ ঠরঃধষ ঝঃধঃরংঃরপং (ঈজঠঝ) এর সাথে সম্পৃক্ততা বজায় রেখে সকল শিক্ষার্থীর ছবিসহ আইডি কার্ড ও ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হবে। পর্যায়ক্রমে দুই শিফটের বিদ্যালয়কে এক শিফটে রূপান্তর করে কন্ট্যাক্ট সময় বৃদ্ধি করা হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রাক-প্রাথমিক স্তর এক বছর থেকে দুই বছরে উন্নীত করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অবস্থা

বিদ্যালয় গমোনোপযোগী শিশু	৩৪৭৪৭জন।
ভর্তি হার	৯৯.৯৭%
ঝরেপড়া হার	২.৯৭%
উপস্থিতির হার	উপজেলার গড় উপস্থিতি ৯২%
প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা	১২০টি সরকারিপ্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৭টি নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১৫০০ বিদ্যালয় নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ০১টি শিশু কল্যাণ বিদ্যালয়সহ মোট ১২১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে।
প্রাথমিক চক্র সমাপন	২০১৫ সালে ১ম শ্রেণিতেভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৪২০ জন এবং ২০১৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ৫৯৫৬জন। ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তির সংখ্যা ১২০জন । প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপন করেছে ৯৯.৭০%।
বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু	৫-১০ বছর বয়সের তীব্র মাত্রার বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ১০ জন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি।
একীভূতশিক্ষা বৈষম্য ও জেন্ডার সমতার অবস্থা	উপজেলার বিদ্যালয় গুলোতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (দলিত, হরিজন, বেদে, আদিবাসী) ২৫০ জনবালক, ২৫৫ জনবালিকা, মোট ৫০৫ জনশিশু বিদ্যালয়ের একই ছাদের নিচে একই শ্রেণি কক্ষে পাঠ গ্রহণ করছে।
শিক্ষকদের অবস্থা	উপজেলার অনুমোদিত শিক্ষক পদ সংখ্যা ৮১৬টি। প্রধান শিক্ষকের পদ সংখ্যা ১২০,কর্মরত ১০৩জন। সহকারী শিক্ষকের পদ সংখ্যা ৬৯৬, কর্মরত৫৮২জন। অত্র উপজেলার মোটভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা (প্রাক প্রাথমিকসহ)- ২৯৯৮০জন। ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ১ ঃ ৪০
সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল	২০১৪ সালে ৯৯.০৪%, ২০১৫ সালে ৯৮.৭৬%, ২০১৬ সালে ৯৯.৪৩% ২০১৮ সালে ৯৯.০৭%, ২০১৯ সালে ৯৯.৭৪%
বৃত্তির ফলাফল	২০১৯ সালেট্যালেন্ট পুলে ৭৬জন, সাধারণে ১১৯ জনবৃত্তি পেয়েছে।

৫. প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের বিদ্যমান ভৌতবিবরণ ঃ

ভবনসংখ্যা ঃ ১৯০টি

DO NOT COPY

শ্রেণি কক্ষ সংখ্যা ঃ ৬৮১টি
শ্রেণিকক্ষ-শিক্ষার্থী অনুপাত ঃ ১ঃ ৪০
শিক্ষকশিক্ষার্থী অনুপাত ঃ ১ঃ৪১

৭.২ সমগ্র উপজেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের তথ্য (সংখ্যা) সন ২০২০

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস

বার্ষিক কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ঃ-সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে মানসম্পন্ন শিক্ষক ,শিক্ষা সামগ্রী সংরক্ষণ ,এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সকল শিক্ষককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতকরা ১০০ ভাগ শিক্ষার্থী ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া হ্রাস সহ শিক্ষার্থী-শিক্ষকের অনুপাত হ্রাস করা প্রয়োজন । মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইসিটি ল্যাবগুলো সচল রাখা,সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে । শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের বিকাশে বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিযোগীতা আয়োজন করা পাশাপাশি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

শিক্ষা মন্ত্রালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর হতে গৃহীত সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের সাথে সাথে ক্রমবর্ধমান মানসম্পন্ন শিক্ষা চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রতিষ্ঠানের সেবা সমুহকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হবে । সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (প্রয়োজন ক্লাস্টার ভিত্তিক) সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন,ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরীকরণ.আইএমএস, ISAS বিষয়ক ইন হাউস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবলকে শক্তিমশালী করার উদ্যেগ গ্রহন করা হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে তিন মাসে একবার পরিদর্শন এর আওতায় নেয়া হবে।

১.১ রুপকল্প (ভিশন): শিক্ষার মাধ্যমে যুগপযোগী ও যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি করে উন্নত দেশ বিনির্মাণ।

১.২ অভিলক্ষ্য (মিশন) আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর,সমতাভিত্তিক.নৈতিকতাসমৃদ্ধ ও দেশপ্রেমিক দক্ষ জনশক্তি তৈরী ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ :

১. শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়ন
২. শিক্ষা প্রশাসনের সক্ষমতা,স্বচ্ছতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ও কার্যকর মনিটরিং ।
৩. শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে মান ও সমতা নিশ্চিতকরণ ।

১.৩.১ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

১. দক্ষতা সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ।
২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন ।
৩. দক্ষতার সাথে নৈতিকতার উন্নয়ন ।
৪. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন ।
৫. তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রনোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা ।
৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ।

১.৪ কার্যাবলি:

১. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারিদের এমপিও , টাইস্কেল,উচ্চতর স্কেল এবং বিভিন্ন ধরনের সংশোধনী

DO NOT COPY

সংক্রান্ত কাজ অনলাইনে প্রেরণ ঃ

২. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলীর জন্য সুপরিশ করণ ।
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের টা্ইমস্কেল ও উচ্চতর স্কেল প্রদানে সুপারিশ করণ।
৪. কর্মরত কর্মচারিদের জিপিএফ এর অগ্রিম ঋণ প্রদানে সুপারিশ করণ।
৫. উপজেলার আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা।
৬. উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া সমিতির খেলাধুলা পরিচালনা/ অনুষ্ঠান করা ।
৭. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পাসপোর্ট সংক্রান্ত কাজ প্রত্যয়ন করণ:
৮. তফসিল হিন্দু প্রতিবন্ধিসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানে সরকারি পরিপত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা।
৯. বিভিন্ন প্রশিক্ষণে শিক্ষকদের প্রেরণে ক্ষেত্রে সহযোগীতা করা।
১০. বিনামুল্যে বই বিতরণ :
১১. সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগীতার আয়োজন করা।
১২. জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করা।
১৩. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্মচারি নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ।
১৪. অভিযোগের ভিত্তিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তদন্ত করা।
১৫. জাতীয় নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা।
১৬. জাতীয় দিবস উদযাপনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহয়তা করা।
১৭. সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বিভিন্ন সময় সরকারি কাজে দায়িত্ব পালন করা।
১৮. শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ করণে সহয়তা করা।
১৯. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি বিতরণ করা।
২০. প্রধান মন্ত্রীর শিক্ষা সহয়তা ট্রাস্ট এর মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদানে সহয়তা করা

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল,

ভিশনঃ সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

মিশনঃ প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদান, প্রাণির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

ভূমিকাঃ

মানিকগঞ্জ সদর বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। এই উপজেলার উত্তরে সাটুরিয়া উপজেলা, পূর্বে সিংগাইর উপজেলা, দক্ষিণে হরিরামপুর উপজেলা এবং পশ্চিমে শিবালয় উপজেলা অবস্থিত।

"দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ" ভিশন নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে । ২০২১-২২ অর্থ বছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদার ১.৯% এবং মোট কৃষিজ জিডিপিতে এ খাতের অবদান প্রায় ১৬.৫২%, দেশের জনসংখ্যায় প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষ ভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল (লাইভস্টক ইকোনমি ২০১৯-২০)।

DO NOT COPY

দেশের যোগানকৃত প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৫০% (অর্ধেক) প্রাণিসম্পদ খাত থেকে আসে। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক টার্গেটকৃত Sustainable Development Goals(SDGs) বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার একটা উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য দারিদ্র বিমোচন , নারী পুরুষের সমতা , নারীর ক্ষমতায়ন ও বেকারত্ব দূরীকরণ যা প্রাণিসম্পদ খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ভিশন ২০২১ (রুপকল্প) বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বাংলাদেশকে একটি দারিদ্রমুক্ত ও আত্মপ্রত্যয়ী দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ সদর গবাদি পশু ও হাঁস মুরগির টিকা প্রয়োগ, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রয়ণ, পশু পাখির প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ ও খামার স্থাপন, কৃত্রিম প্রজনন ও প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন, বন্য **প্রাণি** সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও প্রতিপালনের জন্য অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিরুপণসহ দারিদ্র হ্রাসকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা ও আমিষের চাহিদা পুরণে নিমিত্তে কাজ করে থাকে।

অত্র দপ্তর বিভিন্ন সংক্রমক রোগ প্রতিরোধ করার জন্য তড়কা, বাদলা, গলাফুলা, ক্ষুরারোগ, পিপিআর, জলাতংক, **গোটপক্স** ও পোল্ট্রির জন্য রাণীক্ষেত, বসন্ত, কলেরা এবং প্লেগ, পিজিয়ন পক্স, গামবোরো, **মারেক্স**, সালমোনেলা রোগের টিকা উৎপাদন, বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে।

কৃষক পর্যায়ে গবাদি পশুর কাঁচা ঘাসের যোগান হিসাবে উন্নত জাতের ঘাস যেমন নেপিয়ার, জাম্বু, বাজরা, পারা, ভুট্টা উৎপাদনে ঘাসের কাটিং ও বীজ সরবরাহে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, শিবালয় যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে, যা গবাদি প্রাণির স্বাস্থ্য মোটা তাজাকরণ ও দুধ উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।পরিশেষে সুস্থ্য, সবল ও মেধাবী জাতি গঠনে ও দেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূণ ও আপরিহার্য

০১. অফিস পরিচিতি ঃ

দপ্তরের নাম	**উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ**
অধিদপ্তরের নাম	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মন্ত্রণালয়	**মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়**

০২. অবকাঠামোগত তথ্যঃ

১। আয়তনঃ ০.৪৯ একর
২। উপজেলা প্রানিসম্পদ ভবন দ্বি-তলভবন
৩। সীমানাপ্রাচীর ঃ আছে

DO NOT

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি গুরুত্ব পূর্ণ সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ণের দায়িত্ব অর্পন করে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)। পরবর্তীতে ১৯৪৫ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব । ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যহিত পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংস প্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতি গুলোর পুনর্বাসনের গুরুত্বারোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে ডিপিএইচই্র মাধ্যমে। একই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা) সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যাবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ অধিদপ্তরের উপর ন্যাস্ত। জন সাধারনের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন অবদান রাখে। জনগণের নিকট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন কভারেজের দিক দিয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যতম শীর্ষস্থান দখল করে আছে। পল্লী এলাকার বিভিন্ন ধরনের নিরাপদ পানির উৎস (টিউবওয়েল) ও স্যানিটারী লেট্রিন স্থাপনা গুলোর রক্ষণাবেক্ষন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান দায়িত্ব। তাছাড়া অত্র অধিদপ্তর পল্লী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মানোত্তোর রক্ষণাবেক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদকে ডঅঞ্চঝঅঘ কমিটির মাধ্যমে কারিগরী সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য পরিচর্যা জোরদার করণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। দ্রুত নগরায়নের ফলে পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন চহিদা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চাহিদা পুরণে অত্র দপ্তর পৌরসভা সমূহের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণ সহকারিগরী সহায়তার আওতায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। এছাড়া বন্যা , সাইক্লোন, মহামারী ইত্যাদির কারনে সৃষ্ট জরুরী পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

রূপকল্প (Vision): জনগনের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা।
অভিলক্ষ্য (Mission): সকলের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠান সমূহের এবং কমিউনিটি দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

সংক্ষিপ্ত দপ্তর পরিচিতিঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি গুরুত্ব পূর্ণ সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ণের দায়িত্ব অর্পন করে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) । পরবর্তীতে ১৯৪৫ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যহিত পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংস প্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতি গুলোর পুন র্বাসনের গুরুত্বারোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে ডিপিএইচই্র মাধ্যমে। একই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা) সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যাবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ অধিদপ্তরের উপর ন্যাস্ত। জন সাধারনের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখে। জনগণের নিকট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

DO NOT COPY

উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়

ভূমিকাঃ- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের একটি দপ্তর হচ্ছে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, যা জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় উপজেলা পরিষদের অন্যতম একটি হস্তান্তরিত বিভাগ। এ কার্যালয়ের মাধ্যমে উপজেলাধীন সকল ইউনিয়নে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। প্রতি ইউনিয়নের দায়িত্বে একজন ইউনিয়ন সমাজকর্মী/কারিগরী প্রশিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। প্রতি সপ্তাহের একটি নিদিষ্ট দিন ইউনিয়ন সমাজকর্মী ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থিত হয়ে সেবা প্রদান করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জণগনের অর্থনেতিক মুক্তির যে দৃপ্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তারই ধারাবাহিকতায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের শহর কেন্দ্রিক কর্মকান্ডকে গ্রামীণ এলাকায় সম্প্রসারণ করার মর্মে প্রবর্তন করেন সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম,পল্লী মাতৃকেন্দ্র,দগ্ধ ও প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিদের সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ, জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রমে পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) এর ব্যবহার প্রকল্প এবং শহর সমাজসেবা কার্যক্রম জোরদার করা হয়। পরবর্তী কালে এই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয় এসিড দগ্ধ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ ঋণ কর্মসূচী অর্থাৎ এসিড দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনঃবাসন কার্যক্রম। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রবর্তিত এ সকল সুদ মুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পথিকৃৎ হিসেবে বাংলাদেশের প্রান্তিক জণগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্র সূচনা করে এক নতুন ও বর্ণিত ইতিহাস। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের হত দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কল্যানে প্রবর্তিত এবং সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত এ সকল সুদ মুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী পরবর্তীতে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে দ্রুত প্রসার লাভ করে। দেশে-বিদেশে বাংলাদেশকে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পাদ পীঠ হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি প্রদান করে। আর্থ সামাজিক জড়িপের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বসবাসরত দারিদ্র সীমার নীচের জণগোষ্ঠীকে চিহ্নিত ও সংগঠিত করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে বিভিন্ন আয় বর্ধক কাজে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কার্যক্রমে গ্রামের ভূমিহীন, বিত্তহীন, বেকার ও জণগোষ্ঠীকে একটি সমন্বিত প্রকিয়ায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে দৃঢ় প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে।তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজসেবা বিভাগের মাধ্যমে বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

অফিসের কার্যক্রমঃ-

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বর্তমানে দেশব্যাপী প্রায় ৪৮ (আটচল্লিশ) টি কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। তার মধ্যে মানিকগঞ্জ জেলা সমাজসেবা কার্যালয়াধীন উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মানিকগঞ্জ সদর কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(ক) বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম।
(খ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম।
(গ) অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম।
(ঘ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম।
(ঙ) ৫০ উর্দ্ধ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অস্বচ্ছল ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ ভাতা কার্যক্রম।
(চ) অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৫০ উর্দ্ধ হিজড়া জনগোষ্ঠীর অসচ্ছল ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ ভাতা কার্যক্রম।
(ছ) পল্লীী সমাজসেবা কার্যক্রম (আর.এস.এস) কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
(জ) পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আর.এম.সি) কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
(ঝ) এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুণর্বাসন কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
(ঞ) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।
(ট) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা সমূহ নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে অনুদান প্রদান।
(ঠ) উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে অসহায়, গরীব ও দুঃস্থদের সাহায্য প্রদান।
(ঢ়) শিশু আইন/২০১৩ এর আলোকে প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস প্রদান।
(ণ) সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে এতিম শিশুদের লালন-পালন।
(ত) সমাজসেবা অধিদফতরের নিবন্ধন প্রাপ্ত বে-সরকারি এতিমখানায় বসবাসরত নিবাসীদের ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান।
(থ) ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম।
(দ) প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধীদের ডাক্তার কর্তৃক চুড়ান্ত সনাক্তকরণ, ডাটাবেইজ প্রনয়ণ ও পরিচয় পত্র প্রদান।

১) ভিশন ঃ সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

DO NOT COPY

২) মিশন ঃ ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ অসহায় ও সমস্যাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান;

- সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনমাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন;
- এতিম, অবহেলিত, দুঃস্থ ও বিপন্ন শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- সামাজিক অপরাধ প্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধন, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- অসহায়, দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- স্বেচ্ছাসবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে নিবন্ধন প্রদান, তাদের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ও তত্ত্বাবধান।
- সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন;
- সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে সহায়তা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ,
- পেশাজীবি সমাজকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- এডিসদগ্ধ মহিলাদের সহায়তা ও উন্নয়ন।

সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি (SWOT) ঃ

সক্ষমতা (Strength)	দুর্বলতা (Weakness)
১. সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ভাতা খাতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।	১. ক্রমবর্ধমান কর্মসূচীর বিপরীতে পর্যাপ্ত পদ ও দক্ষ জনবল নেই।
২. দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ খাতে বরাদ্দ প্রদান।	২. অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ নেই।
৩. সমাজকল্যাণমূলক চলমান বিভিন্ন কর্মসূচী।	৩. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সরকারী যানবাহনের ব্যবস্থা নেই।
৪. দুইটি কম্পিউটার, ১টি ল্যাপটপ, ৩টি প্রিন্টার, ১টি স্ক্যানার, রয়েছে।	৪. ফটোকপি মেশিন, ফ্যাক্সসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি নেই।
৫. প্রতিবন্ধীদের ডাটাবেইজ তৈরী হচ্ছে।	৫. অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র নেই।
৬. সকল ভাতাভোগীদের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ভাতার অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা।	৬. কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নে কর্মসূচী ভিত্তিক আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বরাদ্দ নেই।
৭. সকল তালিকা কম্পিউটারে সংরক্ষণ।	

DO NOT COPY

সম্ভাবনা (Opportunit)	ঝুঁকি (Threat)
১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণসহ সমাজের দু:স্থ ও অনগ্রসর ব্যক্তিদের কল্যাণে বহুমূখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ২. প্রতিবন্ধীতা শনাক্তকরণ জরিপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা নিরুপন ও তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী বান্ধব কর্মসূচী গ্রহণের সুযোগ।	৫. বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ। ৬. সমাজকল্যাণ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্ধ না থাকা। ৭. ভাতা বাস্তবায়ন কমিটি গুলোতে জনপ্রতিনিধিদের অতিমাত্রায় সম্পৃক্ততা। ৮. তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান সম্পন্ন কর্মচারীর অভাব।

উপজেলা যুব উন্নয়ন

ভূমিকা/ প্রেক্ষিত দেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ৫ কোটি যুবক। যুব সমাজ যে কোন দেশের মূল্যবান সম্পদ। এই মূল্যবান সম্পদ যুব সমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব সম্পদে রুপান্তর করতে হবে। জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি যুব সমাজের সক্রিয় অংশ গ্রহনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এছাড়া খেলাধুলার মাধ্যমে শারিরীক ও মানসিক সুস্থতা, নৈতিক চরিত্র গঠন এবং শৃংখলার উন্নয়নে ক্রীড়াকে অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাঙ্গালীর সংস্কৃতির লালন এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ধারন করে বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সাংস্কুতির উন্নয়ন প্রয়োজন। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসন হতে সমাজকে মুক্ত রাখার চ্যালেনজিং একটি বিষয় হয়ে পড়েছে। যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কার্যকর ও দক্ষভাবে কাজে লাগাতে হবে।

মিশনঃ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

ভিশনঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন আধুনিক জীবন মনস্ক যুব সমাজ।

চ্যালেঞ্জ সমূহ ঃ যুবদের প্রশিক্ষণ গ্রহনে কিছুটা অনিহা, কম্পিউটার না থাকা,প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেলাই সেলাই মেশিন সরবরাহে অপ্রতুলতা ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত দপ্তর পরিচিতি : উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, মানিকগঞ্জ সদর।

জনবল পরিচিতি :

পদের নাম	অনুমোদিতপদ	কর্মরত	শূন্য পদ
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১	০১	-
সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০৩	০২	০১
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	-
ক্যাশিয়ার	০১	০১	-
অফিস সহায়ক	০১	০১	প্রেষণে

DO NOT COPY

			কর্মরত

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পটভূমিঃ জাতীয় উন্নয়নে মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সুষম উন্নয়নের একটি অপরিহার্য পূর্ব শর্ত। এ উপলব্দি থেকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করেন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতনের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্থ নারী সমাজের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সনের ১৮ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোডর্ গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সনে জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডশনে রুপান্তরিত করা হয়। যা বিভিন্ন থাপ অতিক্রম করে আজ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ।

প্রতিষ্ঠাঃ

১৯৭২ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করা হয়।
১৯৭৪ নারী পুর্নবাসন বোর্ডকে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে উন্নীতকরণ করা হয়।
১৯৮৪ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন, মহিলা বিষয়ক কোষ এবং জাতীয় মহিলা উন্নয়ন একাডেমীকে একীভূত করে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠন করা হয়।
১৯৯০ মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তরকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।

লক্ষ্যঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা আনয়নে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG) ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (NSAPR) আলোকে নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ ও ক্ষমতায়নের নিমিত্ত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতভূক্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা ।

উদ্যেশ্যঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে ৬৪ টি জেলা ও জেলাধীন উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা ।

মিশনঃ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা, আইনি সহায়তা প্রদান এবং অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি করে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করা ।

ভিশনঃ জেন্ডার সমতা আনয়নে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন।

সংক্ষিপ্ত দপ্তর পরিচিতিঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস (জেলা পর্যায়ে)।

জনবলঃ সদর উপজেলার উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সেটআপ না থাকায় জেলা পর্যায়ে কর্মরত প্রোগ্রাম অফিসার উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে অন্যান্য উপজেলার মত কার্যক্রম বাস্তবায়িত করেন ।

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

DO NOT COPY

ভূমিকা/প্রেক্ষিত আলোচনা:

বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড তথ্য (আইআরডিপি)/দ্বি-স্তর সমবায় ভিত্তিক, যে আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার ধারাবাহিকতায় আজ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) বর্তমান সরকারের রুপকল্প-২০২১ ও ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ প্রস্তাবনা এবং এমডিজি অর্জনের সাফল্য ও এ বিষয়ে প্রান্তিক জনগোষ্টির কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন এর মহৎ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসাবে বিআরডিবি ১৯৭২ সাল থেকে নিয়োজিত রয়েছে বিআরডিব্বির কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ ২০১০ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা (বিআইডিএস) কর্তক সম্পাদিত সমীক্ষায় ডিডিপি হতে বিআরডিব্বির অবদান ১.৯৩% উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রামীন অর্থনীতি উন্নয়ন করার মাধ্যমে দরিদ্র দূরীকরন বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অঙ্গিকার। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামে বসবাসকারী ৭৩ ভাগ জনগনের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত অন্যতম সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। সত্তর দশক থেকে বিআরডিবি পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট কৃষক সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে সময়ের প্রয়োজনে দ্বি-স্তর সমবায়ের পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক দলীয় কার্যক্রম শুরু করে। তাছাড়া প্রান্তিক কৃষক এবং বিত্তহীন নারী ও পুরুষ জনগোষ্টিকে উন্নয়নের মূলধারার সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয়ভাবে সংগঠিতকরণ, নিবিড় প্রশিক্ষন ও উদ্‌ধুকরণ, নিজস্ব মূলধন গঠন, সম্পদ হস্তান্তর ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, টেকসই প্রযুক্তির সম্প্রসারণসহ ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে হস্তচালিত নলকূপ, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপসহ বিভিন্ন সেচযন্ত্র স্বল্প সুদে ঋণের মাধ্যমে গরীব কৃষকের মধ্যে সরবরাহ করে দেশে খাদ্য উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বিআরডিবি মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা উক্ত কার্যক্রমে সক্রিয় এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

ভিশন: (রূপকল্প): মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী গড়া।

মিশন: (অভিলক্ষ্য) : স্থানীয় জনগোষ্টিকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন, সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনিভরশীল পল্লী গড়া।

সংক্ষিত দপ্তর পরিচিতি: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একটি সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। মানিকগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) বিগত ১১/০৭/১৯৭৭খ্রিঃ তারিখ হতে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে সুদক্ষ জনবলদ্বারা এর কার্যক্রম অত্যন্ত সুষ্ঠ ও সুচারুভাবে পরিচালনা করে আসছে। বিআরডিবি মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় ১০টি ইউনিয়নের ১৮৮টি গ্রামে ৮১৯৪টি পরিবার নিয়ে এর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর রুপকল্প ২০৪১- এর আলোকে পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) চূড়ান্তকরণের লক্ষে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এর লক্ষ্য ১ ও ২হ-এ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের সীমা শূন্যতে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে মানিকগঞ্জ সদর বিআরডিবি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উপজেলা সমবায় অফিস

সমবায় পদ্ধতির প্রচলন এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামের সাধারন মানুষের ভাগ্যর উন্নয়নের প্রচেষ্ঠা এ উপমহাদেশের দীর্ঘ দিনের। গ্রাম্য মহাজন এর দৌরাত্ব এবং ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে কৃষক কুলকেরক্ষা করতে ঞযব পড়-ড়ঢ়বৎধঃরাব পৎবফরঃ ংড়পরবঃরবং অপঃ ড়ভ ১৯০৪ এ উপমহাদেশে প্রবর্তনকরাহয়। তখন থেকেই এই অপঃএর আওতায় সমবায় পদ্ধতি ঐতিহ্যগত ভাবে এ উপমহাদেশে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। সমবায়ের মাধ্যমে সমবায়িদেরকে স্বাবলম্বি করে গড়ে তোলাই হচ্ছে সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি লালন এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ধারন করে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন প্রয়াজন। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিদেশী সংস্কৃতি আগ্রাসন হতে সমাজকে মুক্ত রাখার চ্যালেনজিং একটি বিষয় হয়ে পড়েছে। সমবায় সমিতির কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগনের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কার্যকর ও দক্ষ ভাবে কাজে লাগাতে হবে।

DO NOT COPY

উপজেলা সমবায় কার্যালয়, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ এর কার্যক্রম হলোঃ ক) সমবায় সমিতি নিবন্ধন, খ) অডিট সম্পাদন, গ) সমিতি পরিদর্শন, ঘ) সমিতি পরিচর্যা, ঙ) সমিতি নির্বাচন, চ) সমিতির সদস্যদের ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ, ছ)জোনাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরন, জ) জাতীয় সমবায় পুরস্কারের জন্য মনোনয়নের প্রস্তাব প্রেরন, ঝ) অডিট ফি আদায়, ঞ) দাপ্তরিক কার্যক্রম।

৪. বাজেটের সার-সংক্ষেপ

সম্পদের চিত্রায়ন উপজেলা পরিষদের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চর্চা। কেননা উপজেলা পরিসদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমূদয় সম্পদের মাত্র ৫-১০%। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। এত এক বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত হবে যেগুলোর অর্থ যোগান উপজেলার নিম্নোক্ত উৎস থেকে আসার কথাঃ ১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি); ২) বিশেষ অনুদান; ৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ; ৪) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ, যা মন্ত্রণালয়/বিভাগদ্বারা পরিচালিত হয় ও মন্ত্রণালয় এবং/অথবা হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়; ৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন ও পৌরসভা); ৬) সংসদ সদস; ৭) এনজিও এবং ৮) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। এই উৎসগুলোর ভেতর হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের তথ্য প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিসগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে উপজেলাতে কোন্ ধরনের উন্নয়ন কাজ হচ্ছে এবং কোন উন্নয়ন কার্যক্রম নেয়া হবে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং এগুলোর বাৎসরিক প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সারা বছরব্যাপী রাখা উচিত। উপজেলার ভেতর চলমান ও গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো কি কি-তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পণা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা অন্যদিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সম্পদ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণের জন্য নিম্নোক্ত চিহ্নিতকরণের সারসংক্ষেপ (সারণি-৩) ব্যবহার করতে পারে।

ছক-৩ঃ উপজেলার সম্পদ চিহ্নিতকরণের একটি সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	৮০,০০,০০০/-
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	১৫,০০.০০০/-
৩	স্থানীয়ভাবে আহরিত সম্পদ	৪,০০,০০,০০০/-
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতিয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	২৫,০০,০০,০০০/-
৫	ইউনিয়ন/পৌরসভা উন্নয়ন কর্মসূচির মঞ্জুরি	৪,৫০,০০,০০০/-
৬	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	২,০০,০০,০০০/-
৭	এনজিও/সিএসও প্রকল্প	৫০০,০০০/-
৮	ব্যক্তিখাতের প্রকল্প	৩০০০০০/-

DO NOT COPY

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যকম (এডিপি)-এর আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদের উপর উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। উপরের টেবিল ২-এ ক্রমিক ১, ২ ও ৩ হচ্ছে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকা তহবিল। এই প্রক্ষেপন অনুযায়ী মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার আগামী বছরে সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের পরিমান প্রায় ৫,০৫,০০,০০০/- কাটি টাকা।

DO NOT COPY

বিভিন্ন উৎস হতে প্রকল্প সারসংক্ষেপ

খাত	পরিকল্পনা / প্রকল্পের নাম	অভিষ্ট গোষ্টি ও ফলফলসহ সংক্ষিপ বিবরণ	অভিষ্ট এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্প মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২১-২২	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান ২০২২-২৩
জাতীয় প্রকল্প						
শিক্ষা	সরকারী প্রাঃ বিঃ উন্নয়ন প্রকল্প পিইডিপি-৪	উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ পূন নির্মাণ, বড়ধরনের সংস্কার ও আসবাব পত্র সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে মি্খার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিকরন। পিউডিপি-৪ এর আওতায় ২০২০-২১ থেকে ২০২৪ জুন পর্যন্ত ১৬ টি বিদ্যালয়ে ভবন ও শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২৩-২৪	৭.৬৮ কোটি	২.৫৩ কোটি
শিক্ষা	উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প	মিসিকগঞ্জ সদও উপজেলার শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শ্রেণী কক্ষ সমস্যাদূরীকরনে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ২০২১-২২ অর্থবছরের ০১ টি (এক) বিদ্যালয় শ্রেনী কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১০ প্রি	২টি বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ এবং ১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ প্রকল্প	২০২৪	১২,০০,০০০	১০,০০,০০০

DO NOT COPY

		সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ করা হবে। এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে শিক্ষকদের প্রশিক্ষন প্রদান হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছওে ১০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।				
শিক্ষা	রাজস্বখাতের বিদ্যলয় মেরামত	বিভিন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেরামত খাতে রাজস্ব খাতে মোট ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৫ টি বিদ্যালয় মেরামত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১৪ টি বিদ্যালয় মেরমত করা হবে।	উপজেলার সকল বিদ্যালয়	চলমান কার্যক্রম	১,২১,০০,০০০/-	৪৫,০০,০০০/-
শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	সককারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কার্যক্রম প্রদান করা হয়।	উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	চলমান কর্মসূচী	চলমান কর্মসূচী	চলমান কর্মসূচী
শিক্ষা	School Level Implement Action Plan (SLIP)	উপজেলার সকল ১২০ টি সকরারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান উন্নয়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে প্রদিটি বিদ্যালয়ে ৫০-থেকে ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	চলমান কর্মসূচী	৩৬,০০,০০০/-	৩০,০০,০০০/-
শিক্ষা	খেলাধূলা সামগ্রী প্রদান	উপজেলা এডিপি ও ও উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।	১৫ টি প্রতিষ্ঠান	ধারাবাহিক কর্মসূচী	১০ টি প্রতিষ্ঠান	১০ টি প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা	সোলার প্যানেল	উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে চর এলাকায় বিদ্যালয় সমুহে সোলারপ্যানেল স্থাপনের	৫ টি প্রতিষ্ঠান	চাহিদা ভিত্তিক	২টি	২টি

DO NOT COPY

		প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।				
শিক্ষা	জনস্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ	প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য জনস্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ	২টি প্রতিষ্ঠান	চাহিদা ভিত্তিক বিদ্যালয়ে	১টি	২টি
মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন	উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প	০৭ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে মেয়েদের জন্য সেফ্‌টি কর্নার নির্মাণ।				
মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন	ফ্যাসিলিটি ডিপার্টমেন্ট	বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ ও উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে।	সদর উপজেলার ১৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২০২২-২৩	১১ কোটি	১১ কোটি ৪২ লক্ষ
মাধ্যমিক শিক্ষা	উপজেলা পরিচারন ও উন্নয়ন প্রকল্প	শিক্ষার মান উন্নয়নে ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহ ৪ টি বিদ্যালয়ে স্মার্ট টিভি সরবরাহ ও ১০ বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ করা হবে।	মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা	২০২২-২৩	২৩.০০,০০০/-	
অবকাঠামো উন্নয়ন	সার্বজনিন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	এই প্রকল্পের আওতায় ৩০ টি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও মেরামত করা হবে।	মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২১-২৩	৬০,০০,০০০/-	৭৫,০০,০০০/-
অবকাঠামো উন্নয়ন	জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প((IRIDP-3)	উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে বিভিন্ন ইউনিয়ন সড়ক, ব্রিজ, কালর্ভাট নির্মাণ ও রক্ষনা বেক্ষণ ও উন্নয়ন করা।	সদর উপজেলা সকল ইউনিয়ন ৮টি সড়ক এর উপর ব্রিজ নির্মাণ	২০২২-২০২৪	১,৩১,০০,৭৪১/-	১,২০,০০,০০০/-
অবকাঠামো উন্নয়ন	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীন	উপজেলা হেড কোয়াটার হতে ইউনিয়ন,	হাটিপাড়া ,	২০১৮-২২	৭,১০,৬১,৫৯৯/-	৫,১০,০০,০০০/-

DO NOT COPY

	অবকাঠামো উন্নয়ণন প্রকল্প ০৩ (|GDP-3)	পরিষদ, গ্রোথ সেন্টর ও গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ণন প্রকল্প ০৩ (|GDP-4) শিবালয় উপজেলায় চলমান রয়েছে।	গড়পাড়া, দিঘি পুটাইল ইউনিয়ন			
অবকাঠামো উন্নয়ন	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ণন প্রকল্প ০৪ (GDP-4)	উপজেলা হেড কোয়াটার হতে ইউনিয়ন, পরিষদ, গ্রোথ সেন্টর ও গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ণন প্রকল্প ০৪ (|GDP-4) মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় চলমান রয়েছে। সদর উপজেলায় ৪টি সড়ক ও ১৮ ব্রিজ ও কালর্ভাট নির্মাণ চলছে।	সকল ইউনিয়ন	২০২০-২২	৩,৫০,০০,০০০/-	৪,০০,০০,০০০/-
অবকাঠামো উন্নয়ন	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প-২ (UCCP-2)	এই প্রকল্পের আওতায় উপজেলার ভবন নির্মাণ ও মেরামত করা হয়ে থাকে। বিগত বছরগুলিতে ভবন মেরামত ও নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। ২টি ইউনিয়ন পরিষদ এর ভবন নির্মাণ করা করা প্রয়োজন	২ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ	২০১৯-২০২২	১,৩০,০০,০০০/-	২,৮০,০০,০০০/-
অবকাঠামো উন্নয়ন	প্রোগ্রাম ফর সার্ফেটিং রুরাল ব্রিজেস (SvpRB)	এই প্রকল্পে আওতায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষে ছোট ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় এ প্রকল্প চলমান আছে।	সদর উপজেলা	চলমান প্রকল্প	১,৪৩,৮৬,৪১১/-	১,৩০,০০,০০০/-
অবকাঠামো উন্নয়ন	সারাদেশে পুকুর ও খাল খনন উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP)	২০১৯-২০ অর্থবছরে শুরু হওয়া রুরাল কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (RCIP)-এর আওতায় সারাদেশে পুকুর ও খাল খনন উন্নয়ন কাজ চলমান আছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২১-২২	৭,৪১,৯০৯/-	৮,৫০,০০০/-

DO NOT COPY

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	কাবিখা/কাবিটা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ২,৫০,০০,০০০/- (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। ২০২১ ২২ অর্থবছরে ৯৬ টি বাস্তবায়িত হয়েছে। এবং আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭৪ টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	২,৫২,১১,১২৯/- ১৪৭ মে.টন চাল ১১৭ মে.টন গম	৯৮,৬৬,৮০৮/- ৬৩ মেট্রিক টন চাল ৪৩ মেট্রিক টন গম
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	টি আর কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর (টি আরা) আওতায় রাস্তা সংস্কার, বিভিন্ন সামজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, শিক্ষা খেরার সরঞ্জাম সরবরাহ এবং সোলার প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রতি বছর গড়ে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। ২০২১-২২ অর্থবছরে কাবিটা/টি আর প্রকল্পের আওতায় ২২৭ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েচে। আগামী অর্তবছওে ৭৬ টি প্রকল্প গ্রহন করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	২,১৮,৩২,৭২৫/-	৮৮,৮৫৪৫৬/-
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	ইজিপিপি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মহীন সময়ে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পিছেয়ে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান আসছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	-	১৪,৪৪,৮০০০/-
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	সেতু/কালর্ভাট নির্মাণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭ টি প্রকল্প ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় বরাদ্দ সাপেক্ষ ৬টি ব্রিজ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৫,১৯,৮৮,৯২২/-	বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	এইচবিবিকরণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ২ টি প্যাকেজে ৪টি রাস্তার কাজ করা হয়েছে। অ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় এইচবিবি	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	১,৭৬,৩৮,৬৫০/-	১,৩৩,৬৩,০০০/-

DO NOT COPY

		করার জন্য ৪টি রাস্তার কাজ করার প্রস্তাবনা রয়েছে।				
জনস্বাস্থ্য	১. পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প ২. অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প ৩. জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প ৪. শহর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ	পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলো অত্র উপজেলার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠি/বিদ্যালয়ের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রকার পানিবাহিত রোগ হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে জলঢাকা উপজেলায় নিরাপদ পানির কাভারেজ ৮.৮২% এ পৌছেছে। অপরদিকে জাতীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করায় সাধারণ জনগণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রকার রোগ ব্যধি হতে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে অত্র উপজেলায় স্যানিটেশন কাভারেজ ৯০.% এ উন্নিত করাপরিকল্পনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গবীর ও সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১. ২০১৫ সাল হতে চলমান ২. ২০১৭ সাল হতে চলমান ৩. ২০০৩ সাল হতে চলমান ৪. ২০১৩ সাল হতে চলমান	১,২০,০০,০০০/-	১,০০,০০,০০০/-
স্বাস্থ্য	কমিউনিটি ক্লিনিক	উপজেলা ২৮ টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	-	-
স্বাস্থ্য	ইপিআই কার্যক্রম	উপজেলার ০ থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুর পোলিও, হাম, রুবেলা, যক্ষা ইত্যাদি রোগের টিকা প্রদান।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	৯৯%	৯৯.২০%
কৃষি	প্রুক্তি হস্তান্তর	কৃষি কাজের ব্যবহাহৃত কমবাইন হারবেষ্টার সরবরাহ, পাওয়ার টেলার সরবরাহ, ও বিভিন্ন প্রনোদনা বিতারণ	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচী	২.৫০,০০,০০০/-	৩,০০,০০,০০০/-

DO NOT COPY

ইউনিয়ন ভিত্তিক এডিপি ও উন্নয়ন সহায়তা,ইউজিডিপি, ১% কাবিখা/কাবিটা এর আওতায় প্রকল্পে সারসংক্ষেপ ২০২২-২৩ মানিকগঞ্জ সদর

	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান স্থান/ ওর্য়াড/গ্রাম	বাস্তাবায়নের সময়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বিনিয়োগ		কারগিরী সহায়তা
	প্রকল্পের শিরোনাম	পরিমান/সংখ্যা/ কি.মি	অভিষ্ট পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী	সেক্টর				প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	
০১	উপজেলা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ।	১৫০ জোড়া	২০ স্কুল	১০০০ শিক্ষার্থী	শিক্ষা	মানিকগঞ্জ সদর	মে-২০২২	উপজেলা পরিষদ	১০ লক্ষ	ইউজিডিপি	এলজিইডি
০২	হাট-বাজারে ক্রয়-বিক্রয় সেড নির্মাণ	৪ টি সেড	৪টি বাজার	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	বেতিলা, ভাড়ারিয়া, আরঙ্গবাদ, পুটাইল	মার্চ- জুন ২০২২	উপজেলা পরিষদ	১৫ লক্ষ	ইউজিডিপি	এলজিইডি
০৩	আটিগ্রাম ও টেনারী মোড়ে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ	২টি	২টি সড়কের পাশে	১০০০০	ভৌত অবকাঠামো	আটিগ্রাম ও গড়পাড়া	মার্চ- জুন ২০২২	উপজেলা পরিষদ	৭ লক্ষ	ইউজিডিপি	এলজিইডি
০৪	হাটিপাড়া রাজবংশী সম্প্রদায় এর সার্বজনীন শ্বশান ঘাট নির্মাণ।	১টি	২টি গ্রাম	৩০০ পরিবার	ভৌত অবকাঠামো	হাটিপাড়া	মার্চ- জুন ২০২২	উপজেলা পরিষদ	১,০০,০০০/-	নিজেস্ব তহবিল	এলজিইডি
০৫	হাটিপাড়া ভূমি অফিস হতে মান্নান মুন্সীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	২০০ মিটার	১টি সড়ক	১৫০০	ভৌত অবকাঠামো	হাটিপাড়া	মার্চ- জুন ২০২২	উপজেলা পরিষদ	৫০০০০/-	এডিপি	এলজিইডি
০৬	হাটিপাড়া পরিষদের সামনে মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ফলক স্থাপন।	১০ মিটার	১টি	৫০০০	ভৌত অবকাঠামো	হাটিপাড়া	জানুয়ারী - ২০২২	উপজেলা পরিষদ	২০০০০/-	উন্নয়ন সহায়তা	এলজিইডি
০৭	গোস্তা বাজার পরশের দোকান হইতে নকুর বাড়ী পর্যন্ত ইটসলিংকরন	৩০০ মিটার	২টি গ্রাম	১০০০ জন	ভৌত কাজ	পোটাইল ১নং ওর্য়াড	এপ্রিল ২০২৩	উপজেলা পরিষদ	৫,০০,০০০/-	উন্নয়ন সহায়তা	এলজিইডি
০৮	চৈল্লা মসজিদ রোড হতে খেয়াঘাট পর্যন্ত ইট সলিংকরন	৩০০ মিটার	৩টি গ্রাম	১০০০ জন	ভৌত কাজ	ভাড়ারিয়া ইউনিয়ন	এপ্রিল ২০২৩	উপজেলা পরিষদ	৫,০০,০০০/-	উন্নয়ন সহায়তা	এলজিইডি
০৯	গুজুরী সিদ্দিক মেম্বারের বাড়ীর সামনে হতে গুজুরী সরকারী প্রাঃ বিঃ পর্যন্ত ইট সলিংকরন	৩০০ মিটার	৩টি গ্রাম	১২০০ জন	ভৌত কাজ	কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন ৬ নং ওর্য়াড	এপ্রিল ২০২৩	উপজেলা পরিষদ	৫,০০,০০০/-	উন্নয়ন সহায়তা	এলজিইডি
১০	উত্তর বিল ডাউলী কালভার্ট হইতে নাইজারের বাড়ী পর্যন্ত কালভার্ট সহ রাস্তা নির্মাণ	৪০০মির	১টি গ্রাম	৮০০		০১		উপজেলা পরিষদ	৩,০০০০০/-	উন্নয়ন সহায়তা	এলজিইডি
১১	দক্ষিন বিল ডাউলী আজাহারের বাড়ী হইতে	৪০০মিটার		৭৫০		০২		উপজেলা	৩,০০০০০/-	উন্নয়ন	এলজিইডি

DO NOT COPY

	আরশেদের বাড়ী পর্যন্ত কালভার্ট সহ রাস্তা নির্মাণ							পরিষদ		সহায়তা	
১২	চর গড়পাড়া মুগুরের বাড়ী হইতে মুস্তার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ	২০০টার		৩০০		০২		উপজেলা পরিষদ	১,০০০০০/-	কাবিটা	পিআইও
১৩	বা ভাটরা ফৈজুদ্দিনের বাড়ী হইতে লালনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	১৫০ টার		৩২৫		০৩		উপজেলা পরিষদ	১,০০০০০/-	টি আর	পিআইও
১৪	উত্তর উথুলী তবজেলের বাড়ী হইতে আবুল মাদবরের বাড়ী হয়ে বাশার মিয়া বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক্স সলিং	৩০০ মিটার	৩টি গ্রাম	১২০০ জন		০৩		উপজেলা পরিষদ	৩,০০০০০/-	উন্নয়ন সহায়তা	এলজিইডি
১৫	পাঞ্জখাড়া গৌতমের বাড়ী হতে তাইমুরের বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক্স সলিং	৪০০মার	১টি গ্রাম	৮০০		০৪		উপজেলা পরিষদ	২,০০০০০/-	উন্নয়ন সহায়তা	পিআইও
১৬	নজর খলিফার বাড়ীর নিকট রাস্তার কালভার্ট নির্মাণ	৪০০মিটার		৭৫০		০৫		উপজেলা পরিষদ	১,০০০০০/-	এ ডি পি	পিআইও
১৭	আলিনগর লিটন পীর সাহেবের বাড়ীর রাস্তার কালভার্ট নির্মাণ	২০০টার		৩০০		০৫		উপজেলা পরিষদ	১,০০০০০/-	১%	এলজিইডি
১৮	তেঘুরী মাদরাসা হতে শীল পাড়া হয়ে সুর্য্য মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন	২০০টার		৩০০		০৬		উপজেলা পরিষদ	৩,০০০০০/-	এ ডি পি	এলজিইডি
১৯	তেঘুরী কেটুর বাড়ী হতে জলিমুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০০টার		৩০০		০৬		উপজেলা পরিষদ	১,০০০০০/-	কাবিটা	পিআইও
২০	চান্দইর শওকতের বাড়ী হতে মজনুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০০টার		৩০০		০৭		উপজেলা পরিষদ	২,০০০০০/-	অতিদরিদ্র	পিআইও
২১	চান্দইর ঘড়ি মিয়ার বাড়ী হতে কল্লোল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০০টার		৩০০		০৭		উপজেলা পরিষদ	১,৫০০০০/-	কাবিটা	পিআইও
২২	বিশ্বানাথপুর গফুরের বাড়ী হতে আবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ					০৮		উপজেলা পরিষদ	১,০০০০০/-	টি আর	পিআইও
২৩	বিশ্বানাথপুর লাল চানের বাড়ী হতে জহুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ					০৮		উপজেলা পরিষদ	৫ মে.টন চাল	কাবিখা	পিআইও
২৪	সাকরাইল বাশেঁর ব্রীজ হতে বারেক মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত ব্রিক সলিং					০৯		উপজেলা পরিষদ	২,০০০০০/-	এ ডি পি রাজস্ব	এলজিইডি
২৫	গড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন					৫		উপজেলা পরিষদ	১,০০০০০/-	এ ডি পি	এলজিইডি
২৬	গড়পাড়া ইউনিয়নে দরিদ্র পরিবারে নলকূপ স্থাপন					সকল ওর্য়াড		উপজেলা পরিষদ	৫,০০০০/-	এ ডি পি	এলজিইডি
২৭	খবিরনের মাদ্রসা মোড়ে বাজার উন্নয়ন					০৩		উপজেলা পরিষদ	১,০০০০০/-	এ ডি পি	এলজিইডি

DO NOT COPY

২৮	ডাউলী কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়ন					০১		উপজেলা পরিষদ	১,৫০০০০/-	স্বাস্থ্য	এলজিইডি
২৯	সাগর দিঘী রাস্তা উভয় পাশে বৃক্ষচারা রোপন					০১		উপজেলা পরিষদ	১,০০০০০/-	কাবিখা	পিআইও
৩০	মহিলাদের সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ সহ সরবরাহ					১-৯		উপজেলা পরিষদ	২,০০০০০/-	উন্নয়ন সহায়তা	এলজিইডি
৩১	ডাউলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পাকা রাস্তায় ড্রেন নির্মাণ					০১		উপজেলা পরিষদ	২,০০০০০/-	এ ডি পি	এলজিইডি

ক্র. নং	প্রকল্পের বিবরণ					অবস্থান স্থান/ইউনিয়ন/ ওর্য়াড/গ্রাম	বাস্তাবায়নের সময়	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বিনিয়োগ		কারগিরী সহায়তা
	প্রকল্পের শিরোনাম	পরিমান/সংখ্যা/ কি.মি/মিটার	অভিষ্ট পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী	সেক্টর				প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	
৩২	রাজনগড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট ব্রীজ নির্মাণ	১১ মিটার	০২ টি গ্রাম	১৩,০০০	ভৌত অবকাঠামো	আটিগ্রাম	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৫ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৩৩	বেতিলা সাহাবুদ্দিনলেক পুনঃ খনন (১ম অংশ)	১৫০ মিটার	০৩ টি গ্রাম	২১,০০০	ভৌত অবকাঠামো	বেতিলা মিতরা	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	২ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৩৪	বেতিলা মিতরা ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন	৩০ সেট	৩০ টি পরিবার	১৫০	ভৌত অবকাঠামো	বেতিলা মিতরা	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	১ লক্ষ ৫০ হাজার	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৩৫	বেতিলা মিতরা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন	৩০ সেট	৩০ টি পরিবার	১৫০	ভৌত অবকাঠামো	বেতিলা মিতরা	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	১ লক্ষ ২৫ হাজার	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৩৬	বেতিলা মিতরা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন	১৪ সেট	১৪ টি পরিবার	১০০	ভৌত	বেতিলা মিতরা	২০২২-২৩	উপজেলা	১ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা

DO NOT COPY

	জায়গায় নলকুপ স্থাপন				অবকাঠামো			পরিষদ	৪০ হাজার		প্রকৌশল বিভাগ
৩৭	গোপালপুর ভাদুটিয়া মসজিদের মাঠ ভরাট	২০০ বর্গ ফুট	০২ টি গ্রাম	১০০০০	ভৌত অবকাঠামো	বেতিলা মিতরা	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	১ লক্ষ ৮০ হাজার	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৩৮	ধল্যা তপার বাড়ি হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা সলিং করন	৫০০ মিটার	০৩ টি গ্রাম	৩০০০০	ভৌত অবকাঠামো	ভাড়ারিয়া	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৫ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৩৯	পূর্ব শানবান্ধা সাদেকের বাড়ি হতে কালি মন্দির পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা সলিং করন	২০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	ভাড়ারিয়া	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	২ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৪০	বড় বিজুরী পাকা রাস্তা হতে গুচ্ছগ্রাম মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা সলিং করন	৪০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	ভাড়ারিয়া	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৪ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৪১	বাঘিয়া কোহিনুরের বাড়ি হতে আলমগীরের বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মাণ	৫০০ মিটার	০৩ টি গ্রাম	৩০০০০	ভৌত অবকাঠামো	ভাড়ারিয়া	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৫ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৪২	বাঘিয়া কোহিনুরের বাড়ি হতে বাবুল মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা সলিং করন	২০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	ভাড়ারিয়া	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	২ লক্ষ ৫০ হাজার	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৪৩	ঘোস্তা সরকারি প্রাথমিক সরকারি বিদ্যালয়ের নিকট হতে ললিদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০০ মিটার	০১ টি গ্রাম	১০০০০	ভৌত অবকাঠামো	পুটাইল	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	১ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৪৪	ঘোস্তা শাহিন মেম্বারের বাড়ির নিকট হতে আক্কাসের বাড়ি পর্যন্ত ৪৫রাস্তা পুনঃনির্মাণ	২০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	পুটাইল	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	১ লক্ষ ৬০ হাজার	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৪৫	ঘোস্তা ধলুর বাড়ির নিকট	২০০ মিটার	০১ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত	পুটাইল	২০২২-২৩	উপজেলা	১ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা

DO NOT COPY

	হতে বালিয়াবিল জালালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ				অবকাঠামো			পরিষদ	৬০ হাজার		প্রকৌশল বিভাগ
৪৬	উত্তর পুটাইল সিরাজ কসাইয়ের বাড়ির নিকট হতে মাজেদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	২০০ মিটার	০১ টি গ্রাম	১০০০০	ভৌত অবকাঠামো	পুটাইল	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	১ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৪৭	চরহিজলাইন স্কুলের নিকট হতে নান্নুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ	২৫০ মিটার	০৩ টি গ্রাম	৩০০০০	ভৌত অবকাঠামো	পুটাইল	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	২ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৪৮	চান্দরা মজিদের দোকান হতে বেগমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং।	৩০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	কৃষ্ণপুর	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৩ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৪৯	জনুর বাড়ি হতে পাক মসজিদ হয়ে বদুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং।	৩০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	কৃষ্ণপুর	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৩ লক্ষ ৫০ হাজার	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৫০	কেরামতের বাড়ি হতে এলজিডি রাস্তা হয়ে ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	৩০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	কৃষ্ণপুর	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৩ লক্ষ ২৫ হাজার	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৫১	হাজিনগড় মজিদ কেশার বাড়ি হতে হক সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং।	৩০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	কৃষ্ণপুর	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৩ লক্ষ ৫০ হাজার	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৫২	দক্ষিণ সাগর পাকা রাস্তা হতে নুরু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং।	৩০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	কৃষ্ণপুর	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৩ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৫৩	উকিয়ারা ইয়াকুল আলীর বাড়ির নিকট কালভার্ট নির্মাণ।	১০ মিটার	০১ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	জাগীর	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	২ লক্ষ ৫০ হাজার	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৫৪	উকিয়ারা জলিল পুলিশের বাড়ির নিকট কালভার্ট	১০ মিটার	০১ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	জাগীর	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	২ লক্ষ ৫০	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল

DO NOT COPY

	নির্মাণ।								হাজার		বিভাগ
৫৫	উকিয়ারা তাইজুদ্দিনের বাড়ি হতে রশিদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ।	৫০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	জাগীর	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৩ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৫৬	দক্ষিণ উকিয়ারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুকুর ভরাট।	১০০ বর্গ ফুট	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	জাগীর	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৩ লক্ষ ৫০ হাজার	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৫৭	জয়রা হযরতের বাড়ি হতে কালিঘর হয়ে হেকমতের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ।	৫০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	জাগীর	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৩ লক্ষ ৫০ হাজার	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৫৮	খাগড়াকুড়ি খোরশেদের বাড়ি হতে আনোয়ারের দোকান পর্যন্ত ইট সলিং	১০০০ মিটার	০৪ টি গ্রাম	৩০০০০	ভৌত অবকাঠামো	দিঘী	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	১০ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৫৯	মুলজান হাইওয়ে রাস্তা হতে চামটার রাস্তার মাঝখানে রহমানের জমির নিকট কালভার্টনির্মাণ	৫০০ মিটার	০৪ টি গ্রাম	৩০০০০	ভৌত অবকাঠামো	দিঘী	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৫ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৬০	গুলটিয়া ইসমাইল মিয়ার বাড়ি হতে নান্নুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং	৩০০ মিটার	০১ টি গ্রাম	১০০০০	ভৌত অবকাঠামো	দিঘী	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৩ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৬১	পাথরাইল আজিমের দোকান হতে মোহাম্মদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং	৫০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	দিঘী	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৫ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৬২	বাগজান আজিজ মল্লিকের বাড়ির নিকট রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ	১০ মিটার	০২ টি গ্রাম	২০০০০	ভৌত অবকাঠামো	দিঘী	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৩ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৬৩	বেংরই কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	১০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	৫০০ জন	ভৌত অবকাঠামো	নবগ্রাম	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৪ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ

DO NOT COPY

৬৪	চর বারইল হারুনর বাড়ি হতে আনিসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং	৩০০ মিটার	০২ টি গ্রাম	৬০০ জন	ভৌত অবকাঠামো	নবগ্রাম	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৩ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ
৬৫	নবগ্রাম পাকা রাস্তা হতে সুহাস চেয়ারম্যানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় সিসি ঢালাই	২৫০ মিটার	০১ টি গ্রাম	৩০০ জন	ভৌত অবকাঠামো	নবগ্রাম	২০২২-২৩	উপজেলা পরিষদ	৩ লক্ষ	এডিপি	উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ

DO NOT COPY

DO NOT COPY

৬. রূপকল্প

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করবে যেন উপজেলা পরবর্তী বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেদ্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এরা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এরা উদ্দীপক হিসেবে কাজ কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হচ্ছে, " আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?"।

বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৫ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বরোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

"সদর উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, এবং উন্নত যোগাযেগ ব্যবস্থা তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন।

৭. বার্ষিক পরিকলার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণ

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত যেটি পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে - যেখানে বার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় আরোপ করবে এবং আগামী এক বছর কোন্ কোন্ লক্ষ্যে কাজ করবে তার বিবরণ থাকবে। উপজেলাসমূহ উন্নয়নের প্রধান খাতসমূত চিহ্নিত করবে যা রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। অংশীজনের অধিকার নিশ্চিতকল্পে বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভূক্তি এবং অংশগ্রহণমূলক হওয়া উচিত।

উপজেলা পরিষদ উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ০৫ টি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা সবচাইতে আগে প্রাধান্য পাবে বলে মনে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষতঃ ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এখানে উল্লেখ্য যে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপজেলার উপস্থিতির হার মাত্র ৯২ শতাংশ। বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, শিক্ষা খাতে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রম কম বিধায় উপজেলা পরিষদ মাধ্যমিক শিক্ষা খাতকে প্রাধান্য দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নে জাতীয় সরকার অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করেছে। এজন্য উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাবপত্র প্রদান, বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশিক্ষণ, ছাত্রীদের মাঝে উপকরণ প্রদান ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা পরিষদের লক্ষ্য হলো, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ক্লিনিকসমূহে অবকাঠামো ও উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে রোগীদের সেবা গ্রহণ নিশ্চিতকরন ও শতভাগ নরমাল ডেলিভারি অর্জনের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো। একই সাথে উপজেলায় শতভাগ স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জন করা। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেবাগুলোকে সংযোগকারী ছোট ছোট সড়ক, বড় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গাইডওয়াল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কার্লভাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, উপকরণ প্রদান ও ভ্যাক্সিন ক্রয় করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেকার যুবক ও সমাজের পিছিয়ে পরা নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ছক ৫ঃঃ -বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারন

ক্রমিক নং	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১	শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি করা	শিক্ষা	২০২২-২৩ সালের মধ্যে ৪ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শ্রেণীকক্ষের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, মাঠ সংস্কার, ২ টি সীমান প্রাচীর নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও উপকরণ প্রদান।	২০২১-২২ সালের মধ্যে উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ উন্নত করার মাধ্যমে উপস্থিতির হরা ৯৫ ভাগে উন্নীত করা।
২			২০২২-২৩ সালের মধ্যে ১০ টি প্রাথমিক ও ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৫৮ জোড়া বেঞ্চ প্রদান করা হবে।	
			২০২২-২৩ সালের মধ্যে ২১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণ ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরীর আইসিটির উপর প্রশিক্ষিত হবে।	

			২০২২-২৩ সালের মধ্যে ৪ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসাতে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ উন্নত করা হবে।	
			২০২২-২৩ সালের মধ্যে ৩০ টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ ও উপকরণ প্রদান করা হবে।	
			২০২২-২৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০০ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হবে।	
			২০২২-২৩ সালের মধ্যে ছাত্রীদের ঝড়ে পরা রোধে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ বিরোধী ৭ টি ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা যেতে পারে।	
			২০২২-২৩ সালের মধ্যে বিদ্যুৎবিহীন চর অঞ্চলে ২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন	এসডিজির লক্ষ্য অনুযায়ী ২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার শতভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নিশ্চিত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ৩০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষিত হবে।	২০২৩/২৪ সালের মধ্যে উপজেলার ৩০ টি দুর্বল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত হবে এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার ১.৫% নেমে আসবে।
২	উপজেলার সকল জনগণের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা বিশেষতঃ গর্ভবর্তী মা ও নবজাতকের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পানিবাহিত রোগের ঝুঁকি কমানো।	স্বাস্থ্য	২০২২-২৩ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন সরবরাহ ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে চাহিদামাফিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	২০২১/২৩ সালের মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইপিআই কেন্দ্রসমূহ ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকসমূহে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে।
			২০২২-২৩ সালের মধ্যে ৬ টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ও উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। চালুর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।	মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানের চেয়ে অর্ধেক এ নেমে আসবে এবং ৭০ ভাগ প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী অর্জন হবে।
			২০২২-২৩ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী করানোর বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৪ টি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হবে।	
			২০২২-২৩ সালের মধ্যে ১০০ পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হবে।	৯৫% স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি ব্যবহারের নিশ্চিত হবে।
			২০২৩/২৪ সালের মধ্যে ১৫০	

DO NOT COPY

			পরিবারের জন্য নলকূপ স্থাপন করা হবে।	
৩	স্থানীয় অবকাঠামো ও সড়ক উন্নতির মাধ্যমে পরিষেবাগুলোতে জনসাধারণের প্রবেশগ্যমতা বৃদ্ধি	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	২০২২-২৩ সালের মধ্যে ৩ কি.মি সংযোগকারী সড়ক এইচবিবি/সিসি করা হবে।	উপজেলার ২.৪ লক্ষ জনগণের বিভিন্ন পরিষেবাগুলোতে প্রবেশগ্যমতা বৃদ্ধি সহজতর হবে।
			২০২২-২৩ সাল নাগাদ সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানের জলবদ্ধতা নিরসনে ৭০০ মিটার ড্রেন নির্মাণ করা হবে।	
			২০২২-২৩ সাল নাগাদ সড়কের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিতে ৫০০ মিটার গাইডওয়াল নির্মাণ করা হবে।	
			২০২২-২৩ সালের মধ্যে ১০ টি কার্লভাট নির্মাণ করা হবে।	
			২০২২-২৩ সালের মধ্যে উপজেলার চাহিদামাফিক বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।	
৪	কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবিকার উন্নয়ন	কৃষি	২০২২-২৩ সালের মধ্যে উপজেলার ১০০ জন পিয়াজচাষীকে প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন দলে উপকরণ প্রদান করা হবে।	২০২২-২৩ সালের মধ্যে সব্জির উৎপাদন বর্তমানের ২৫,০০০ মেট্রিক টন হতে বেড়ে ৩০,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে।
		মৎস্য	২০২২-২৩ সালের মধ্যে উপজেলার ৪০ জন মৎস্যচাসিকে প্রশিক্ষণ ও উপকরন প্রদান করা হবে।	২০২২-২৩ সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন বর্তমানের ৩% বৃদ্দি করা হবে। হবে।
		প্রাণিসম্পদ	২০২২-২৩ সালের মধ্যে উপজেলার সকল গবাদীপশুকে কৃমিনাশক ঔষধ, বিভিন্ন রোগের ভ্যাক্সিন প্রদান করা হবে।	১৫০০০ হাজার হাজার গরু, ছাগল ও ভেড়া কৃমিরোগ, পিপিআর রোগ হতে ও ১০ হাজার গরু ও মহিষ ক্ষুরা রোগ হতে নিরাপদ থাকবে।
৫	উপজেলার দরিদ্র পরিবারের বেকার যুবক ও হতদরিদ্র, বিধবা, প্রতিবন্ধী, তালাক প্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যাক্তা, বাল্য বিয়ের শিকার নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।	কর্মসংস্থান	২০২২-২৩ সালের মধ্যে উপজেলার কর্মক্ষম ১৫০ জন পুরুষ ও নারীকে বিভিন্ন ট্রেডে সক্ষমতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	উপজেলার কর্মক্ষম ১৫০ জন বেকার যুবক ও নারীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরী হবে।

DO NOT COPY

পরিবিক্ষণ ও মুল্যায়ন পরিকল্পনাঃ

বার্ষিক পকিল্পনা বাস্তবায়নকালে এর বাস্তবায়ন অবস্থা সর্ম্পকে ধারনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের প্রয়োজনীতা তথ্য সংগ্রহের সহায়তাকারী প্রক্রিয়া হলো পরিবিক্ষণ। এর মাধ্যমে বার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নের প্রবাহমান ধারাকে পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা হবে। এ প্রকিয়ায় প্রথমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ত্রুটি বিচ্যুতি নিরুপন করা হবে। অতপর ফিডব্যাক এর মাধ্যমে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সার্বক্ষনিক তদারকি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় যোগান সরবরাহ , নিয়মিত ফলাবর্তন ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবিক্ষণ করা যাবে। টিজিপি এর সহায়তায় বার্ষিক ভিত্তিতে বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ করা হবে।

মুল্যায়ন একটি ধারাবহিক প্রক্রিয়া । বার্ষিক পকিল্পনা কার্যেও পটভূমিতে বলা যায় মুল্যায়ন হলো একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতি , উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে তা নিরুপন করা হবে। মুল্যয়নে দুটি দিকে অবশ্যই দৃস্টি দেওয়া হবে।(১) সুপরিকল্পিত পদ্ধতি (২) পূর্ব নিদ্ধারিত টার্গেট কতটুকু অর্জিত হয়েছে। বার্ষিক পরিকল্পনা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মুল্যায়ন সম্পাদক করা হবে যা পরিকল্পনা অগ্রগতি নির্নয় করবে।

সমাপ্ত

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY